শিখা

শ্রীলতিকা দত্ত বি, এ.
প্রণীত

বাণী মন্দির
পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক
১৪নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা
১৯৪৫

মূল্য—এক টাকা আট আনা

প্রকাশক
শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত, বি এ.
বাণী মন্দির
১৪, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীহীরেন্দ্র দত্ত
প্রিণ্টিং হাউস
১৫৭এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

ছায়া, বেলা ও ইভার

করকমলে—

নিবেদন

সাহিত্য ক্ষেত্রে শ্রীমতী লতিকা দত্ত নবাগতা বলা চলে। কিন্তু তাহার নাটকটির মধ্য দিয়া একটি চিরন্তন রসপিপাসু মনের পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষের মনে চিরকাল ধরিয়া আলো ও ছায়ার, পাপ ও পুণ্যের লীলা খেলা চলিতেছে, দেবতা ও দানবের অহরহ সংর্ঘষ বাঁধিতেছে। কিন্তু সত্য ও সুন্দরের জয় অনিবার্য্য। রিণার হৃদয়ের আলোকরশ্মিপাতে কয়টি জীবনই পঙ্কিল, কদর্য্য পথের অন্ধকারে চলিতে চলিতে সহসা যেন নূতন আলোকের আভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ইহাই নাটকের আখ্যান বস্তু। নাটকের টেক্‌নিকে যে কিছু কিছু ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হয় তাহা নূতন ব্রতীর পক্ষে অস্বাভাবিক নহে! নাটকের চরিত্রগুলি সহজ ও স্বাভাবিক; সাধারণ মানুষের ভাল মন্দ, সৎ অসৎ প্রভৃতি লইয়াই ইহারা শিল্পির সুদক্ষ তুলিতে চিত্রিত হইয়াছে। লেখিকা শীঘ্রই সাহিত্য সেবীদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবেন বলিয়াই আশা করি। বাংলা সাহিত্যে সুষ্ঠু, সুন্দর নাটকের অভাব সর্ব্বজনবিদিত। লেখিকার উদ্যম একান্ত ভাবে প্রশংসনীয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। আশা করি বঙ্গ ভারতীর নাট্য মালিকায় তিনি নব নব প্রসূন সংযোজনা করিবেন।

প্রকাশক।

নিবেদন

নাটকাকারে লেখা হইলেও সাহিত্য হিসাবেই এই পুস্তিকার যাহা কিছু আবেদন ও পরিবেশন। অবশ্য, আবশ্যকমত সামান্য রদ-বদল ও যোজনা করিয়া ইহাকে যে মঞ্চে ও পর্দ্দায় অনায়াসে বাণীরূপ দেওয়া যাইতে পারে, ইহা বলা বাহুল্য।

গ্রন্থকর্ত্রী

চরিত্র–পরিচয়।

পুরুষ

সুনীল—প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়াছে।

প্রমথেশ- সুনীলের বন্ধু।

নরেশ - ঐ প্রতিবেশী যুবক,

ডাক্তারী পড়ে।

ডাক্তার--

ললিত - জনৈক যুবক।

কানাই— ঐ বন্ধু।

স্ত্রী

অঞ্জা- -সুনীলের স্ত্রী।

রিণা— ঐ ভগ্নী।

বুলু—প্রমথেশের স্ত্রী।

বিন্দি—দাসী।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সময় অপরাহ্ন

সুনীলের বাটী প্রকাণ্ড কিন্তু জীর্ণ, তিন মহলা বলা যাইতে পারে। বহির্ভাগে একতলা, পাশাপাশি তিনটী বড় বড় ঘর, মধ্য-ঘরের সম্মুখে বাহির হইতে প্রবেশের পথ। এই ঘরগুলির পশ্চাতে বাঁধানো প্রশস্ত বারান্দার ব্যবধানে বাটী দ্বিতল। উপরে নীচে সর্ব্বসমেত ১০।১২ খানা ঘর। উপরতলা অব্যবহৃত। দ্বিতলের পরে প্রকাণ্ড ভূমিখণ্ড, তার মধ্যভাগে একতলা বাটী, ৪।৫ খানা ঘর পাশাপাশি দণ্ডায়মান। তার পশ্চাতে সীমান্ত ঘিরিয়া আম, জাম কাঁঠাল, পেয়ারা প্রভৃতি বড় বড় গাছের শ্রেণী। বাটীর সম্মুখের ভূমিখণ্ডের বুক চিরিয়া লাল সুরকীর রাস্তার একটা স্মৃতি মাত্র। সদর দরজায় পৌঁছিয়া রাস্তা দুই বাহু মেলিয়াছে। বাটীর বামসীমান্তে অবস্থিত মোটরহীন গ্যারেজ ও দক্ষিন সীমান্তস্থিত ভৃত্যহীন তার আবাস বাটী স্পর্শ করিয়াছে। অবশিষ্ট স্থান আগাছাপূর্ণ। বাটীর সীমান্ত ঘিরিয়া ইষ্টক নির্ম্মিত দেয়াল স্থানে স্থানে ভগ্ন। সদর দরজার একপাটি কালগর্ভে পতিত অপর পাটি যাই যাই করিতেছে।

বহির্বাটীর মাঝের ঘরে জানালা দরজা পর্দ্দাহীন। সংলগ্ন বাম পার্শ্বের ঘরের দ্বার ভগ্ন, ভিতরে আসবাস পত্র গাদা করিয়া রাখা

দেখা যায়। দক্ষিন পার্শ্বের ঘরের দ্বারে মস্ত তালা ঝুলিতেছে। এই ঘরে তিনটি চেয়ার, কালজীর্ণ। গুটি তিনেক পুরাতন আলমারীতে বই ঠাসা। আলমারীর কাঁচে স্থানে স্থানে সর্পাকৃতি কাগজের তালি। তাহারই একটার পশ্চাতে জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রমথেশ। ধোপা-কাপড় লইয়া বাহিরে যাইতেছে, পশ্চাৎ হইতে রিণার দ্রুত পদে প্রবেশ, হাতে একটি রক্তবর্ণ ব্লাউজ।

রিণা

এই ধোপী, এই জামা লে যাও। ভাল করকে ধো দাও।

ধোপা

আচ্ছা, মাইজী! (জামা লইয়া প্রস্থান)

রিণা

(পশ্চাত হইতে চীৎকার করিয়া) রং জ্বলা দিও মাত তাহলে আচ্ছা নেই হবে।

প্রমথেশ

হা হা হা হা।

রিণা

(চমকিয়া) আপনি?

প্রমথেশ

ভাগ্য টেনে এনেছে হে ভাগ্য টেনে এনেছে। কপালে আছে এ হেন হিন্দী শোনার দুর্ভোগ, কে রদ করবে বল? (মাথা নাড়িয়া) না, চমৎকার! হা হা হা হা (হাসির ঝোঁকে কোমরে হাত রাখিয়া ঝুঁকিয়া পড়া)

রিণা

আহা, বাইউলির মত নাচ হচ্ছে দেখ না। (হস্তস্থিত ধোপার হিসাবের খাতা ছুঁড়িয়া মারিল)

প্রমথেশ

(খাতা লুফিয়া লইয়া) বীরাঙ্গনা মূর্ত্তি ! নাঃ, তোমাকে আমি বিয়ে করবো।

রিণা

কি বললে ?

প্রমথেশ

তোমাকে বিয়ে করবো, খুসী হলে তো ?

রিণা

(ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া) মাতাল, বদমাইশ আস্পর্দ্ধার কথা শোন।

প্রমথেশ

আস্পর্দ্ধা নয়, করুণা। তোমাকে বিয়ে করবার জন্য তোমার দাদা এই পায়ে তিনটি বছর তেল মেখেছে।

রিণা

বোন মাখেনি। আমাকে 'তুমি' বোলো না।

প্রমথেশ

সে তো আমারও অভিযোগ।

রিণা

জানোয়ারকে ঐ ছাড়া আর কি বলে। (দ্রুত প্রস্থান)

প্রমথেশ

Woman's Contempt ! (দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া) হুঁ
(প্রস্থান)

(পশ্চাতের বারান্দায় রিণা ঢুকিতেই অজ্ঞা হাতের বই মুড়িয়া)

অজ্ঞা

এত তেজ কিসের ?

রিণা

সত্যিই তো গলগ্রহের তেজ মানায় না। কি রকম হয়ে গেল।

অজ্ঞা

রূপ ত ওই ! Idiot

রিণা

তোমার রূপে ত একটা অমানুষ বাঁধা আছে ; আর বাধাই বা আছে কই ?

অজ্ঞা

কি বললে ? তোমার দাদাকে—(উত্তেজনায় বাকরোধ)

রিণা

(স্বগতঃ) ইডিয়ট ! ইডিয়ট মানে কি ?

(সুনীল আসিয়া নিঃশব্দে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইল। কেহই দেখিতে পাইল না।)

অঞ্জা

জংলী, ভূত, দাদাকে অমানুষ বল !

রিণা

অমানুষ নয় জানোয়ার, জানোয়ার ! উঃ

(ভূতলে পতন)

অঞ্জা

ঠিক হয়েছে কিন্তু উঃ, রক্ত যে ঢেউ তুলে বয়ে চলেছে। তুমি পালাও, যাও, যাও, আমি দেখছি।

সুনীল

কিন্তু—(ভয়ে পীড়িত)

অঞ্জা

'কিন্তু' নয় পালাও, পালাও আমি দেখছি, মরেনি ঠিক।

সুনীল

এত রক্ত! (বিস্ফারিত নয়নে রক্তের দিকে চাহিতে চাহিতে প্রস্থান)

অঞ্জা

টর্চচটা নিয়ে যাও। (ভূমি হইতে তুলিয়া) আচ্ছা দাঁড়াও, আমিও আসছি। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সময় সন্ধ্যার পরে

সুনীলের দ্বিতল বাটীর নীচের তলার একটী কক্ষ, নগ্ন কলেবর

একটি তক্তপোষ, একটী জীর্ণ সোফা, একটী টেবিল। সুনীল স্থানুবৎ সোফায় বসিয়া, পার্শ্বের রোগীরঘর হইতে নরেশ, ডাক্তার ও অজ্জার এই ঘরে প্রবেশ।

ডাক্তার

আপনারা তা হলে incident এর সময় বাড়ী ছিলেন না ?

অজ্জা

না, দেখুন, কাপড় ছাড়বারও অবকাশ পাইনি এখনো।

নরেশ

সত্যি, কি করে হলো ?

অজ্জা

Really I wonder, বেশীক্ষন তো বাইরে ছিলাম না এর মধ্যেই এই কাণ্ড। (হাঁপাইয়া পড়ার মত চুপ করিয়া গেল)

ডাক্তার

কিন্তু আঘাতটা পেয়েছে বেশ কিছুক্ষন আগে মনে হলো

অজ্জা

(শুষ্ককণ্ঠে) আমরা বেরিয়ে যেতে রিণা দরজা বন্ধ করে দিলে, আমরা অবশ্য ঢুকেছি পেছন দিক দিয়ে।

ডাক্তার

(চকিত হইয়া) পেছন দিক দিয়ে কেন ?

অজ্জা

বাড়ীটা বড় বলে রান্নাঘরের দিকে লোক থাকলে সম্মুখের দিক দিয়ে চেঁচিয়ে গলা ভাঙ্গলেও শোনে না।

সন্ধ্যার সময় রিণা ঠাকুরকে রান্না দেখিয়ে দেয়, তাই আমরা পেছন দিয়েই প্রায় বাড়ী আসি।

ডাক্তার

আচ্ছা আমরা চলি, আপনি কাপড় ছাড়ুন।

অজা

কিন্তু কিসের থেকে আঘাতটা পেতে পারে বলে আপনি মনে করেন ?

সুনীল

(বিদ্যুৎস্পৃষ্টবৎ উঠিয়া) সে তো তুমি আমি—

অজা

অনুমান করেছি মাত্র। আমাদের চেয়ে ডাক্তারের অনুমান অনেক নির্ভরযোগ্য।

সুনীল

না রাণী, আমি চাচ্ছি ঘটনাটা আদ্যোপান্ত—

অজা

সে তো সকলেই চাচ্ছে। তুমি এত উতলা হয়ো না তো; যাও, হাত মুখ ধোও গে (সুনীলকে দ্বারের দিকে ঠেলিয়া দিল)

সুনীল

(ফিরিয়া দাঁড়াইয়া) না, না; তুমি জাননা। আমি—

অজা

খুব জানি। তাই বলে এত nervous হলে চলে কখনো ? রোগীর ঘরের কাছে এত চেঁচায় না

সুনীল

(শিশুর মত) রোগীর তাতে খারাপ হয়, না ?

অজা

হ্যাঁ।

সুনীল

আচ্ছা রিণা আমাকে—

অজা

চিনবে, চিনবে, জ্ঞান হোক সকলকেই চিনবে।

সুনীল

তুমি কি বলছো ?

অজা

ঠিক বলচি, কথা বোলো না ওর ক্ষতি হতে পারে ।

সুনীল

আচ্ছা আচ্ছা, আমি যাচ্ছি (প্রস্থান)

ডাক্তার

আমরাও যাচ্ছি।

(সকলের ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দায় প্রবেশ)

নরেশ

বড় অস্থির হয়ে পড়েছেন।

অজা

Quite natural, এত রক্ত! তারপর ডাক্তার বাবু কিসে থেকে আহত হতে পারে ?

ডাক্তার বারান্দা হইতে চক চকে একটি কি তুলিয়া লইল। অজা সত্রাস নয়নে দেখিল কিন্তু ভাব বৈলক্ষণ্য প্রকাশ করিল না।

নরেশ

কি ডাক্তার বাবু ওটা?

ডাক্তার

(অপাঙ্গে অজার প্রতি দৃষ্টি পাত করিয়া) একটা কাঁচ ভাঙ্গার মত! (অজা ভান করিল গভীর চিন্তামগ্ন)

নরেশ

বৌদি একটা কাঁচ ভাঙ্গা পাওয়া গেছে. কি জানি হয়তো ওরই সাহায্যে ওর আঘাতের সমগ্র রহস্য উদ্ঘাটিত হতে পারে।

অজা

(সামলাইয়া লইয়া হাসিয়া ফেলিল) শার্লক হোমের যশের ভাণ্ডার লুঠ করবে নাকি তুমি? (ডাক্তারকে) অমন তীক্ষ্ণ নয়নে চেয়ে আছেন যে!

ডাক্তার

(অপ্রস্তুত হইয়া) খক্ খক্ (কাশি)

অজা

আমার প্রশ্ন কিন্তু অনুত্তর রয়ে গেল।

ডাক্তার

এ—ই পড়ে গিয়ে কোন রকম আঘাত পেয়েছেন আর কি?

অজা

(উল্লাস সংযত কণ্ঠে) পড়ে গিয়ে? আমরাও তাই অনুমান করেছিলুম। আর এই অনুমান না করেই বা উপায় কি? সত্যিই ত পড়া ছাড়া আর কি কারণ হতে পারে? কিন্তু এত রক্ত? পড়ে গিয়ে ক্ষতও অমন গভীর হতে পারে?

ডাক্তার

তা পারে বৈকি!

অজা

দেখুন, to be frank with you, ওঁর অবস্থা ত দেখলেন—

ডাক্তার

(সংশয় পূর্ণ কণ্ঠে) হুঁ

অজা

Unbecomingly nervous.

ডাক্তার

না, সে কথ বলছি না। আমার মনে হয় উনি বোধ হয় কারণ সম্বন্ধে আমাদের সাহায্য করতে পারেন।

অজা

বলেন কি! উনি আমার চেয়ে বেশী জানেন না! তা হলে ডাক্তার বাবু আর কাউকে call দেওয়া দরকার মনে করেন কি?

ডাক্তার

(সচেতন হইয়া) না, না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে

পারেন, Certainly she had a bad fall.

অজ্ঞা

তেমন একটা ভয়ের—

ডাক্তার

না, না, অতিরিক্ত bleeding এর জন্য দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। আচ্ছা, আপনি এবার কাপড় ছাড়ুন গে, আমি ঘণ্টা দু'য়েক পরে একবার বরং এসে দেখে যাব।

অজ্ঞা

(কৃতজ্ঞতায় গলিয়া) সে অনুগ্রহটুকু করতে ভুলবেন না যেন ডাক্তার বাবু।

ডাক্তার

না, না, সে কি! এমন করে বলে লজ্জা দেবেন না। আমারও ত একটু দায়িত্ব—কি বল নরেশ?

নরেশ

একটু কেন সব দায়িত্বই ত আপনার। আমরা তো শুধু চেয়ে দেখবো কিছু করবার তো ক্ষমতা নেই।

ডাক্তার

আচ্ছা—চল নরেশ, নমস্কার।

অজ্ঞা

নমস্কার।

পথে পড়িয়া—

নরেশ

শত হলেও রক্তের টান, কি বলেন!

ডাক্তার

হুঁ

নরেশ

তফাৎটা দেখলেন তো

ডাক্তার

দেখলুম বই কি !

নরেশ

একজন তো পাগল হয়ে গেছে বলতে হবে আর একজন কিন্তু প্রয়োজনে ঠিক সজাগ আছে। এতটুকু ভুল নেই।

ডাক্তার

হুঁ

নরেশ

কিন্তু আশ্চর্য্য ! বৌদিই আগ্রহ করে রিণাকে এখানে আনিয়েছিলেন।

ডাক্তার

বিনা মাইনের এমন ঝি আনবার জন্য আগ্রহ একটা থাকেই। (দ্রুত প্রস্থান)

নরেশ

আরে চললেন কোথায় ?

ডাক্তার

আর নয় যাই (প্রস্থান)

নরেশ

রিণা হতভাগি ! আর যেন বেঁচে উঠিসনে। চোখের জলে চিতা ধুয়ে দেবোখন—সেই ভাল, সেই ভাল।

তৃতীয় দৃশ্য।

রিণার ঘর সংলগ্ন বারান্দায় এক অংশে রিণা চৌকিতে একটু আড় হইয়া বসিয়া, চৌকির পিঠে বাম হাত রাখিয়া তাহাতে মস্তক রক্ষা করিয়া আছে। ক্রোড়ের উপর দক্ষিন হস্ত শ্লথ ভাবে পতিত, পিঠে চুলের গুচ্ছ বেণীবদ্ধ হইয়া ঝুলিতেছে। মুখে পাণ্ডুর রুগ্ন ভাব।

নরেশ নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া ফটো তুলিয়া লইল 'খুট'। শব্দ শুনিয়া রিণা ফিরিল। নরেশ ত্রস্তে আর একটা ছবি তুলিল।

রিণা

ওটা কি ?

নরেশ

ক্যামেরা। (ক্যামেরা পকেটে রাখিতে রাখিতে) কেমন আছ আজ ?

রিণা

(যেন সম্বিৎ পাইয়া ত্রাস ব্যাকুল কণ্ঠে) আপনি ? এ সময় ?

নরেশ

ভয় নেই। তোমার বৌদি দেখতে পাবেন না।

রিণা

তাঁকে ডেকে নিয়ে আসুন।

নরেশ

আজ নয় (অগ্রসর হইয়া রিণার অনামিকায় একটি স্বর্ণাঙ্গুরী পড়াইতে পড়াইতে) মনে করো না engagement

ring, (নরেশের হাতে এক ফোঁটা চোখের জল পড়িল) একি, কাঁদছো কেন ?

রিণা

আমি ত ইংরাজী জানিনা।

নরেশ

ও এই মাত্র ! বাঁচা গেল। বাংলায় বলচি, আশা করো না যে আমি বিয়ে করবো বলে এই আংটি পড়িয়ে দিলাম।

রিণা

না, করবো না। কিন্তু আংটিও রাখবো না।

নরেশ

রাখতে হবে।

রিণা

কেন দিলেন ?

নরেশ

কেন ? এ-ই- তুমি অভাবে আছ—

রিণা

আপনার দয়া সত্যি ভুলবো না। কিন্তু এই বাড়ীতে ঢুকেছি পর থেকে পথ কেমন জানবার উপায় নেই। অতএব শত অভাবে থাকলেও এর সদ্ব্যবহার আমার দ্বারা হবেনা।

নরেশ

পথ দেখো না ? আরে বল কি ? এই যে ঘরের কোনে রেলগাড়ীটা গর্জ্জন করে তাতেও বুঝি কান পাতো না ? তুমি

থাক কি করে ? আমি হলে হাঁপিয়ে উঠতুম।

রিণা

সেটা আপনাদের বিলাস। (কান পাতিয়া। কিন্তু আপনি পালান। পায়ের শব্দ পাচ্ছি।

নরেশ

তবে যাই (প্রস্থান)

রিণা

(চীৎকার করিয়া) আংটি রইলো যে।

নরেশ

(বাহিরে আসিয়া)—গরীবের মেয়ে ঘরে আনবো না গার্জ্জেনদের এই হল গিয়ে দৃঢ় পণ। আর গরীবের মেয়েই মন কেড়ে নিল। আমি একটি গ'য়ে আকার ধ'য়ে আকার।

চতুর্থ দৃশ্য।

সময় সকাল।

সুনীলের দ্বিতল বাটীর নীচের তলার একটী কক্ষ। অজ্ঞা দুই হাতে মুখ রাখিয়া একটি মোড়ায় উপবিষ্ট। অদূরে সুনীল ইজিচেয়ারে শায়িত। হাতে একটী পত্রিকা কিন্তু চোখ কড়িকাঠে নিবদ্ধ। বারান্দা পার হইয়া নরেশের প্রবেশ।

নরেশ

এই দুইদিন আসতে পারিনি। রিণা আজ কেমন বৌদি ?

অজ্ঞা

সে রিণা জানে আর ওর ভগবান জানে।

নরেশ

মানে ?

অজ্ঞা

রিণা নেই।

নরেশ

নেই ? কই সে রকম অবস্থার কথা তো—

অজ্ঞা

দুঃখ করোনা। মরলে আফশোষ করতাম না।

নরেশ

(প্রকৃতিস্থ হইয়া) হ্যাঁ, তা কেউ করতো না। কিন্তু ব্যাপার কি ?

অজ্ঞা

নূতন আবার কি। পলায়ন—elopement বোধ হয়। কি রুচি! জংলী ভূত। শেষ কালে ঠাকুরটার সঙ্গে বাবাঃ (ঘৃণায় শিহরিয়া চুপ করিল)

সুনীল

(বোমার মত ফাটিয়া) চুপ কর। তোমার রুচি থেকে ওর রুচি অনেক ভাল।

অজ্ঞা

হ্যাঁ ভালোই তো! চাকর ঠাকুর এদের কণ্ঠলগ্ন হ'য়ে—কি ঘেন্না, কি ঘেন্না!

সুনীল

Profession মনুষ্যত্বের মাপকাঠি নয়। মদ মাখা ঠোঁটে

সে ঠোঁট স্পর্শ করতো না। নারীদেহ-কামীর পায়ে আত্মসমর্পণ করতো না। অনুগৃহীতা সহস্র রমণীর অন্যতমা হয়ে স্বামীর অন্নে জীবন ধারণ করতো না। তার পূর্ব্বে সে আত্মহত্যা করতো।

অঞ্জা

যার জন্য চুরি করি—

সুনীল

না, না। নিজের প্রাণটাকে এত ভালবাস যে সেটাকে রক্ষা করতে ডাষ্টবিন থেকে তণ্ডুলকণা কুড়িয়ে খেতে অপমান বোধ করোনা (প্রস্থান)

অঞ্জা

(কাঁদিয়া ফেলিয়া) ঠাকুর পো, এত নীচ হ'য়েও বেঁচে থাকার প্রবৃত্তি, মরণে অনিচ্ছা কোথা থেকে হ'লো আজও, ও তা জানতে চায় না—বৃথাই বুঝি প্রভাতের প্রতীক্ষা করছি।

সুনীল

(বেগে পুনঃ প্রবেশ করিয়া) আর ঠাকুরের সঙ্গে পালিয়েছে এ মিথ্যে কেন রটাচ্ছ ? ঠাকুর বাজার করে দিয়ে গেল না ? (অঞ্জার মুখোমুখি দাঁড়াইয়া) ঠাকুর কেন গেছে জান ? না রেঁধেই সে মাইনে পেত। এখন আর সেটি হবেনা যেই বুঝেছে অমনি সরেছে। রেঁধেই যদি মাইনে নেবে তবে ভাল কর্ত্রী পাবে! (প্রস্থান)

নরেশ

বৌদি, প্রাপ্য বলে দু'হাত ভরে সব গ্রহণ করে চল।

মনে দুঃখ হবেনা হৃদয়ে নালিশের বাষ্পও উঠবে না। (জানালা দিয়া বাহিরে চাহিয়া চিৎকার করিয়া সুনীলকে) দাদা, দাঁড়ান, দাঁড়ান।

(প্রস্থান)

অজা

সত্যি, কি অদৃষ্ট! অদৃষ্টে আগুন তো অনেক দিন থেকেই লেগেছে। তবুও ঘর বলতে একটা কিছু ছিল; রিণা হতভাগী তাও বুঝি জ্বালিয়ে দিলে।

নরেশ

এই রোদ মাথায় করে কোথায় যাচ্ছেন, শুনি ?

সুনীল

কোথায় যাচ্ছি মানে ? তুমিও তোমার বৌদির দলে নাকি ? বলি, কোথায় গেল দেখতে হবে না ? (প্রস্থানোদ্যত)

নরেশ

(হাত ধরিয়া) পাগলের মত ঘুরলেই কি সন্ধান মিলবে ?

সুনীল

(দাঁড়াইয়া পড়িয়া) কি করবো বল ?

নরেশ

ভাবুন, পরামর্শ করে স্থির করুন, কেমন করে, কোন কোন দিকে অনুসন্ধান করা হবে। কাগজে বিজ্ঞাপন টিজ্ঞাপন দেওয়া—

সুনীল

তুমি কি উপহাস করছো নরেশ! তুমি জাননা নাকি যে

অভাবের জন্য আমি একটা কাগজও রাখিনা—

নরেশ

দাদা একটু স্থির হোন। কাগজ নাই বা রাখলেন তাতে বিজ্ঞাপন দেওয়া আটকাবে কেন?

সুনীল

(নরেশের দুই হাত ধরিয়া) সত্যি নরেশ, আমি স্থির থাকতে পারছিনা। তবে এটা ঠিক যে এই বেরোলাম —কাগজে দেওয়া টেওয়া তুমি কর। আমি মাণিক খোঁজার মত খুঁজবো। (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

সুনীলের বাটীর নিকটবর্ত্তী ষ্টেশন। সময় রাত্রির শেষাংশ। প্রায় জনশূন্য প্লাটফরম যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানে বসিয়া রিণা। দূরে ললিত পাদচারনা করিতেছে।

রিণা

অন্ধকার, অন্ধকার। অন্ধকার আমার সম্মুখে, অন্ধকার আমার পশ্চাতে, অন্ধকার আমার ডাহিনে বামে; ঊর্দ্ধে অধঃ; অন্ধকার আমার অন্তরে।

গান— দুখেরো অনল—

দুখেরো অনল দহিছে কেবল

পাগল করিবে বুঝি।

আলোক বিহীন চারিধার

জীবনে ঘন আঁধিয়ার
মরিনু পথ খুঁজি।

ললিত

(নিকটবর্ত্তী হইয়া) বাঃ।

রিণা শুনিতে পাইল না।

ললিত

চমৎকার।

রিণা

(ত্রস্তে উঠিয়া) কে আপনি ?

ললিত

আমার পরিচয় আমি।

রিণা

মানে ?

ললিত

আমাকে যেমন দেখবে আমি তাই।

রিণা

বাহির দেখে কি অন্তর বোঝা যায় ? অথবা রূপ দেখে গুণ ?

ললিত

(হাসিয়া) দেখে বোঝা যায় না ? বেশ জান।

রিণা

কি করে জানবো।

ললিত

মনে হচ্ছে বাড়ী থেকে পলায়ন করেছো। আমার সঙ্গে চল তা হ'লেই জানবে।

রেণা

নিজেকেই এখনো জানলুম না।

ললিত

আরে নিজের চেয়ে পরকে জানা সহজ।

রেণা

কথা কাটাকাটির দরকার নেই। আপনার সঙ্গে আমি যাবনা।

ললিত

আচ্ছা যেয়োনা। কিন্তু কেন যাবেনা বলতে দোষ কি? বল চুপ করে রইলে কেন? তুমি যেতে চাইলেও আমি নেবো না।

রিণা

(দ্বিধাগ্রস্থ কণ্ঠে) আপনাকে আমি চিনি না—

ললিত

বিশ্বাস করবে কি করে, না? চারিদিকের অজানা আবহাওয়ায়, অজানা পথে, অগণিত অজানা সঙ্গ বিশ্বাস করে চলতে পারবে আর আমাকে নয়? এরা যত তোমার ক্ষতি করতে পারে আমি একা কি অত পারবো?

রিণা

ক্ষতি মানে জীবনটাকে অপাংক্তেয় করে দেওয়া তো ? তাতে সম্মিলিত ও একক শক্তির প্রভেদ মানিনা।

ললিত

বাপরে। আরে চোরকে বিশ্বাস করলে চোরও ভাল হ'য়ে যায় জান না ? চল চল ঐ গাড়ী আসছে।

রিণা

না, যাবো না।

ললিত

বেশ থাকো। এই অন্ধকার প্লাটফরম ; গাড়ী আসবে, লোকজন নামবে— আমার চেয়ে ভাল লোকই নামবে বোধ হয়। আচ্ছা চললুম। (অগ্রসর হইল)

রিণা

শুনুন

ললিত

আমাকে ডাক্‌লে ?

রিণা

বাক্য হীন।

ললিত

(ফিরিয়া আসিয়া) ডাক্‌লে নাকি ?

রিণা

হ্যাঁ

ললিত

যাবে ?

রিণা

কি জানি—ভাল করছি না মন্দ করছি।

ললিত

ভালই করছো। এমন কি বাড়ীতে ফিরে যাবার পথটা যদি খোলা রেখে এসে থাক তবে পৌঁছে দেবো।

রিণা

না থাক। আপনি যান।

ললিত

বললেই হলো! চল চল। আর দ্বিধা করোনা।

রিণা

তবে চলুন।

ললিত

That's like a good girl.

রিণা

আমি ইংরাজী জানিনা কিন্তু।

ললিত

শিখিয়ে দেবো, শিখিয়ে দেবো।

রিণা

(সাগ্রহে) দেবেন তো ? ভুলে যাবেন না ?

ললিত

কি হলো ? দেবোনা কেন ? আর ভুলেই বা যাব কেন ?

(উভয়ের প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

সময় সন্ধ্যা।

সুনীলের বাটীর নিকটবর্ত্তী ষ্টেশন, প্রবল গর্জ্জনে গাড়ী প্রবেশ করিল। গাড়ীর কামরা হইতে যাত্রা ঝুঁকিয়া, মুখবাহির করিয়া, হাত নাড়িয়া দেখিতেছে ও 'কুলি' 'কুলি' চিৎকার করিতেছে। কুলিদের কোলাহল, পান, বিড়ি সিগ্রেট বিক্রেতাদের দৌড়া দৌড়ি, খাবারের গাড়ী টহল দিতেছে।

সুনীল গাড়ী হইতে অবতরণ করিল। কেশ অবিন্যস্ত, চক্ষু রক্তবর্ণ, পরিচ্ছদ ধূলিমলিন। অতিশয় শ্রান্ত। পান বিক্রেতা ছোট ছেলে—(সুনীলকে) চাই পান, পান।

সুনীল বিস্ফারিত নয়নে তাকাইল।

বিক্রেতা

(পিছু হাটিয়া) সিগারেট দেবো ?

সুনীল

(দুই পা অগ্রসর হইয়া ছেলেটাকে ঘাড়ে ধরিয়া সম্মুখে ঠেলিয়া দিল)

বিক্রেতা

পাগল না কি ? (প্রস্থান)

সুনীল

(শ্রান্ত) নাঃ, এক হপ্তা তো লাট্টুর মত ঘুরলুম। অনুসন্ধান আর কি ক'রে করে মানুষ। না আছে পয়সার জোর না আছে লোকের। কাছাকাছি জায়গাগুলো তো বাদ রাখলুম না।

(কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া পরে মনিব্যাগ খুলিয়া দেখিল)

বাবে কাছে যাতায়াতেই, তো পকেট খালি হ'য়ে গেল। কি করি। যাই, এবার বাড়ী যাই। নরেশের বিজ্ঞাপনের কি হলো দেখি গে।

সুনাল

(নরেশের বাড়ী আসিয়া নরেশ, নরেশ।

নরেশ

(বাহিরে আসিয়া) একি এমন চেহারা কেন ?

সুনাল

আর কেন ? জান তো সব। এইমাত্র বাড়ী ফিরেই তোমার কাছে ছুটে এসেছি।

নরেশ

আপনি কেন কষ্ট করে এলেন ? আমিই তো যাচ্ছিলাম। বাড়ীতে যান, বিশ্রাম করুন গে। কথা পরে হবে।

সুনাল

আর বাড়ী। বাড়ী যদি বাড়ীই হবে ভাই তবে আর এই দুর্ভোগ কেন।

তারপর, বিজ্ঞাপনেও কোন ফল হয়নি তাতো কথার ভাবেই বুঝতে পারছি। তা, কোন কাগজে দিয়েছিলে ? সে কাগজটা যদি একটু দাও।

নরেশ

আগে আপনি বাড়ী যান তো। কাগজ আমি নিয়ে আসছি।

সুনীল

ভাই আন ভাই তাই আন। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। পরিশ্রমের কথা বলছি না। কিন্তু খাওয়াটা ও তেমন হয়নি কিনা। আচ্ছা তুমি এসো। আমি যাই। (প্রস্থান)

নরেশ

কি করি, আমিওতো গোপনে চেষ্টা করছি। সুনীলদাকে জানাবনা কিন্তু কাগজে ফটোও ত দিলুম। কই, কোন খবর নেই।

গেল আমাকে নিয়ে গেলেইত পারত তা হলে শান্তি পেতুম। আরে শান্তির কপাল নয় বুঝতেই তো পারছো। যদি যাও বঙ্গে কপাল যায় সঙ্গে। এখন অনুসন্ধান বৃথা। নিজে না এলে ওদের কেউ খুঁজে পায় নাকি ? কায়দা ক'রে তো আংটি পড়িয়ে দিলে ভাগ্যে তো সাগর শুখাল, মাণিক লুকাল।

যাই সুনীলদার বাড়ী—বলেন দাঁড়াতে পারছিনে। আরে দাঁড়াতে তো আর একজনও পারছে না। আবার বলা হ'লো খাওয়াটা তেমন হয়নি। বলি, থালা ভরা ত ছিল, খেল কে ? এ আবার কাউকে বলা যাবে না—একেবারে সোনায় সোহাগা। (ঊর্দ্ধে নয়ন তুলিয়া তুমি বুঝি খুব হাসছো ? হাস,-হাস। আমি কাঁদলে যদি তোমার হাসি বাড়ে—বল কাঁদি। পরম পিতা, বিশ্বনাথ, বাঞ্ছাকল্পতরু নামগুলো বেশ গালভরা কাজের বেলায় ঢুঢু। আরো আছে আরো আছে—করুণাসাগর, দীনবন্ধু চির-সুন্দর—কানা ছেলের নাম, পদ্ম—পলাশ—লোচন।

———

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সময় গোধূলী

ললিতের বাড়ী। নাতিবৃহৎ সুদৃশ্য অট্টালিকা। সম্মুখে উদ্যান, season flower এর বর্ণসুষমায উজ্জ্বল। সদরদ্বারে বড়ার গাযে পুষ্পিত কুঞ্জলতা। উদ্যানের বুকে কৃত্রিম দীঘি। জলে মাছ খেলিযা বেড়াইতেছে। তার দুইটি লোহার বেঞ্চি পাশাপাশি পাতা। ইহারই অনতিদূরে দুইটি বেতের চেযারে রিণা ও ললিত মুখোমুখি বসিযা।

ললিত

Shut your eyes

রিণা

I shut my eyes (চক্ষু মুদিল)

ললিত

Open your eyes

রিণা

I open my eyes. (চক্ষু খুলিল)

ললিত

Sing

রিণা

I sing.

ললিত

কই, গান ধরো।

রিণা

বা, গান ধরবো কেন ?

ললিত

এই যে-বললে ?

রিণা

এই বুঝি আপনার লেখা পড়া-শেখানো ?

ললিত

আমি শেখাব-কেন ? আমি কি মাষ্টার ? কানাইকে বলে দেবো এসে পড়িয়ে যাবে। কিন্তু-ধর ধব গান ধর নইলে কানাই কিন্তু নিমাই হবে।

রিণা

না, না। এই ধরছি।

গান—

প্রভাত আলোর ছোঁয়া পেয়ে
রাতের আঁধার মরিল।
হাসিয়া কমল তার নয়ন মেলিল ॥

অনুরাগ কাঁপে চোখের পাতায়
লেখা পড়ে ধীরে জীবন খাতায়
একই দিনে হায়, একই দিনে
জীবন যৌবন আর মরণ নামিল ॥

ললিত

বেশ বেশ। কিন্তু সব-গানে তোমার একটা pathos এর touch থাকে কেন বলতো? কি, বুঝলে না? মানে এই গিয়ে—বিষাদ, না—দুঃখের একটা আমেজ থাকে কেন?

রিণা

দুঃখের সঙ্গে জন্মাবধি বন্ধুত্ব তাই গানের সুরেও সে দেয় ছন্দ।

ললিত

(রিণার দক্ষিন হস্ত দুই মুষ্টিতে গ্রহণ করিয়া, গাঢ়কণ্ঠে) রিণা আমার দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত বিস্মৃত হও। তোমার সুখের ব্যবস্থা করতে সত্যি বলছি, আমি শক্তিকে অতিক্রম করছি।

রিণা

(ব্যাকুল কণ্ঠে) না, না। আমাকে অপরাধী করবেন না। (ধীরে ধীরে হাত ছাড়াইয়া লইল)। (পরে সহজ কণ্ঠে) আর আমি ও এখানে স্বর্গ সুখে আছি। (থামিয়া) ও, গানে বুঝি তার নমুনা দিতে হবে। শুনুন—

গান—

ভুঁয়েতে ঐ অজস্র ঝরেছে বকুল।
মালা গেঁথে গলায় পর, পর কাণে দুল ॥

কবরীতে জড়াতে ভুলিস্ নে,
বলয় সাজিয়ে নে কঙ্কনে,
শাসন রাখিস তোর নয়নে,
মঞ্জীর-উতরোল চরণে,
হৃদয় হরিতে গিয়ে
দিয়ে ফেলে করিস্ নে ভুল।
মালা গেঁথে গলায় পর, পর কাণে দুল ॥

ললিত

Really চমৎকার। আমি তোমার গানের জন্যও মাষ্টার রাখবো, কি বল ?

রিণা

না, না অকারণে অর্থব্যয় করবেন না।

ললিত

একের নিকট যাহা তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর, অপরের নিকটে তাহাই বৃহৎ ভয়ঙ্কর।

রিণা

(হাসিয়া ফেলিয়া) সত্যিই তো একের তুচ্ছকে অপরে বৃহৎ ভাবে কেন ?

ললিত

অপরের বৃহৎকে একে তুচ্ছ জ্ঞান করে কেন ?

রিণা

কারে কেন ? কি জানি, কেন করে।

ললিত

এই জানিতে না চাওয়ায়
দুখ ঢেউ তুলে বয়ে যায়।

রিণা

কি সুন্দর গোলাপটা ! আমি তুলে নিয়ে আসি (উঠিল)

ললিত

(অঞ্চল ধরিয়া ফেলিয়া) সুন্দরের কাছে অসুন্দর মন নিয়ে যেতে হয় না।

রিণা

মানে ?

ললিত

কিছু না। দেখ দেখি পছন্দ হয় কিনা। (এক জোড়া কঙ্কন প্রদান)।

রিণা

সেদিনও কতগুলো সাড়ী এনে দিয়েছেন. আপনাকে বার বার বলি এত পর্য্যাপ্তির বোঝা আমার পক্ষে দুর্ব্বহ। (প্রস্থান)

ললিত

(চীৎকার করিয়া) নিলে না ? বেশ ফেলে দিচ্ছি :
(একটা কঙ্কন দীঘিতে নিক্ষেপ)

রিণা

(দৌড়াইয়া আসিয়া) দিন, পরিয়ে দিন। (হাত বাড়াইয়া দিল) একটা দেখছি যে আর একটা কোথায় ?

ললিত

(দ্বিতীয়টি জলে নিক্ষেপ করিয়া) ঐ ওখানে।

রিণা

(কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া) আমাকে ক্ষমা করুন। (প্রস্থান)

ললিত

হো-হো-হো-হো। পেতল ত সোনার কাজই দিলে দেখছি। বেঁচে থাক বাবা পেতল, দীর্ঘায়ু হও। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

সময় সকাল

ললিতের বাটী বসিবার ঘর। মেঝেতে একখণ্ড কার্পেট পাতা। মধ্যস্থলে কারুকরা কাঠের, ছোট্ট গোল টেবিলে পিত্তল নির্ম্মিত স্ত্রী ও পুরুষের যুগলমূর্ত্তি। চারিধারে সুদৃশ্য গদি আঁটা সোফা ও চেয়ার। দেয়ালে দুই চারিটী মনোরম দৃশ্যপট। কানাই একটী চেয়ারে উপবিষ্ট।

ললিত

(প্রবেশ করিতে করিতে) এসো রিণা। কানাই, এই যে তোমার ছাত্রী। (রিণার প্রবেশ)

ললিত

বাড়ন্ত:বালে নতুবা বয়সটা বায়ো তেয়ো। কি বল রিনা!

কানাই

(উঠিয়া) নমস্কার।

রিণা

নমস্কার। ললিতবাবু ভুল করছেন কোন কারণেই মিথ্যে বলা আমার অভ্যাস নয়। আমার বয়স উনিশ।

কানাই

(স্বগতঃ) বেশ তো !

ললিত

যাক্। কানাই. বয়স শুনে যেন আবার বিয়ের পরিমাপ ক'রে বসো না।

কানাই

আঃ ললিত।

রিণা

সত্যি কানাইবাবু, এই লজ্জা থেকে ললিতবাবু আমাকে বাঁচাতে পারেন না। আমি অক্ষর পর্য্যন্ত চিনি না।

কানাই

তা'তে কি হয়েছে ? না শেখালে কেউ অক্ষর চেনে নাকি ? এ লজ্জা তো আপনার নয়।

রিণা

(বিস্মিত) আমার নয় ?

কানাই

একেবারে না। (থামিয়া) আর শিখবার ঐকান্তিক আগ্রহ থাকলে অক্ষর চিনতে ক'দিন ?

রিণা

অক্ষর না হয় চিনলাম তারপর বাব্বা ঃ কত মোটা মোটা বই তো দেখেছি।

কানাই

(হাসিয়া ফেলিয়া) কিছু মনে করবেন না যেন আপনার ভয়টা যেমন বড় ঠিক ততটাই মিথ্যে না হলে হাসতুম না।

রিণা

আচ্ছা ওসব বই পড়তে আমার পক্ষে সময় লাগবে তো ?

কানাই

অক্ষর চিনতে বানান শিখতে যতটুকু সময় লাগবে তার বেশী নয়। আসল কথা হ'ল পড়ে সেগুলো যথাযথ গ্রহণ করা।

কিছু মনে করবেন না আপনার বয়স ও বুদ্ধি বিদ্যারম্ভের পক্ষে যথেষ্ট বেশী তাই উপযুক্ত নির্দ্দেশ পেলে বই পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তেমন গ্রহণের কাজ চলতে পারে।

আর আমাদের এখন অঙ্ক, বিজ্ঞান, ভূগোল প্রভৃতি মুখস্ত করার প্রয়োজন কি ? ধর্ম্ম, সমাজ. রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি বদ্ধ মানবের জীবন ইতিহাসটা জানতে চেয়ে চললেই তো যথেষ্ট জ্ঞান অর্জ্জন করা হলো। তারপর মানুষের মন, তার দ্বন্দ্বকে বিশ্লেষণ করে গ্রহণ করতে পারলেই তো হলো, কি বলেন ?

রিণা

আপনার কথা কিন্তু আমি সম্পূর্ণ বুঝতেই পারলুম না।

কানাই

এ দোষ আমার। শিক্ষকতা কোনদিন করিনি বলে নিজেদের দিকটা চিন্তা করেই কথা বলি ছাত্রের দিকটা নয়। প্রথম দিনেই এই সর্ব্বনাশা ভুলের মূল উৎপাটন করে আমার মহৎ উপকার করলেন। (হাসিয়া) আপনি এতটুকু ভয় পাবেন না। আপনার আগ্রহ ও বুদ্ধির কাছে বই তার রহস্য লুকিয়ে রাখতে পারবে না।

ললিত

কানাই, ভবিষ্যৎ অন্ধকার তার সম্বন্ধে এত বড় দর্পের বাণী উচ্চারণ করো না শেষে না পস্তাতে হয়।

কানাই

(উৎসাহ-প্রোজ্জ্বল কণ্ঠে) তুমি দেখে নিও আমার—

ললিত

(শান্ত কণ্ঠে) রিণা আমাদের চা ও খাবারটা যদি দাও।

রিণা

এই দিচ্ছি। (প্রস্থান)

ললিত

তুমি আবার এমন করে কথা বলতে পার—আমি জানতুম না।

কানাই

আমিও না। আমি নিজেও—

ললিত

বেশ, বেশ, চল বাগানে বসে চা খাওয়া যাবে। (অগ্রসর)

কানাই

(যাইতে যাইতে) Teaching teaches us. শেখাতে গিয়ে আমরা নিজেরাও শিখি।

তৃতীয় দৃশ্য।

সময় অপরাহ্ন

সুনীলের দ্বিতল বাটীর নীচের তলার একটি কক্ষ, ভূমিতে পুরাতন রেডিও, মেসিন পাখা প্রভৃতি রক্ষিত। সুনীল এই গুলির সংস্কার-কার্য্যে রত। এক ধারে একটি তক্তপোষের উপরে আরো রেডিও পাখা প্রভৃতি সংস্কার অপেক্ষা করিয়া আছে।

অজা (প্রবেশ করিয়া)

এবার ওঠতো। অফিস থেকে এসেই যে আবার এগুলো নিয়ে পড়েছো।

সুনীল

(হাসিয়া) পড়বো না ? তোমার অফিস আর কত মাইনে দেয় ? তার চেয়ে এখানে পরিশ্রম অনেক লাভের। হ্যাঁ, এক কাজ করলে হয় না ? তোমার আবার মত হলে হয়— অফিস ছেড়ে দিই, কি বল ? ওই সময়টা এদিকে লাগালে আমার আয় অনেক বাড়বে।

অজা

বাড়ুক গে। একটা বাঁধা আয় থাকা ভাল। যত আয়ই হোক অনিশ্চিত তো ? অতবড় risk এখন কেউ নেয় না।

সুনীল

ওই দেখ, মেয়ে মানুষ সাধে বলে, risk নিতে থরহরি কম্প। আরে, আর একটা দিক দেখ না কেন? এই টুকরা কাজ ছোটখাট একটা মেরামতি কারখানায় পরিণত হবে। সেখানে এক দুই করে শতলোক খাটবে। তারপরে আয় বাড়লে কতদিকে হাত দেওয়া যাবে। কি বল চুপ করে রইলে কেন? তুমি মন খুলে একবার সম্মতি দাও, দেখ আমি কি করি। তুমি আমার শক্তি দেখে অবাক হয়ে যাবে।

অজা

দাও ছেড়ে অফিস্। তুমি এত energetic, success তোমার হাতে আসতে বাধ্য।

সুনীল

সত্যি বলছো?

অজা

নিশ্চয়ই। এতবড় একটা সম্ভাবনাকে আমরা দুজনে মিলে বাস্তব করে তুলবো।

সুনীল

হুর্‌রে, তোমার encouragement তো best tonic. My polestar (অজাকে চুম্বন)

অজা

এই, কেউ এসে পড়বে, ছাড়ো (প্রস্থান)।

সুনীল

Paperটা কই, paper—এই যে পেয়েছি।

অঞ্জা

(ঘরের বাহিরে বারান্দায় আসিয়া) হতভাগি, কোথায় আছিস। একবার দেখে যা বৌদিকে তুই কি দিয়ে গেলি। (কাঁদিয়া ফেলিয়া) আমি তোকে কি গঞ্জনাই না দিয়েছি। ভগবান তুমি ক্ষমা করবে না কিন্তু যাকে দুঃখ দিয়েছি সে করবে। তাকে আমি জানি, তার কাছে হাত পাতলে বিমুখ হবো না—a heart of gold. রিণা যেখানেই থাকিস্ ক্ষমা করিস্ বোন। এ তো ভুলতে পারবো না যেখানে নরক ছিল সেখানে দেবালয়ের প্রতিষ্ঠা তুইই করেছিস্।

উঃ কি দিনগুলি গেছে। কি অমানুষের মত ব্যবহার করেছি তোর সঙ্গে রিণা! আমি কি জানতুম of all, তুই-ই আমার জীবনের পাত্র সুধায় পূর্ণ করে দিবি? একবার আয়, আয়। তোকে বুকে তুলে নেবো।

সুনীল

(paper হাতে বারান্দায় আসিয়া) দেখ, দেখ, প্রমথেশ ফিলজফিতে doctorate পেয়েছে।

অঞ্জা

প্রমথেশ? তোমার বন্ধু? কখ্খনো না, অপর কেহ হবে।

সুনীল

এঁ্যা? (কাগজ ভাল করিয়া দেখিয়া) না না। এই দেখ যশোর বাড়ী নিখিলেশ চৌধুরীর ছেলে! এ আমাদেরই প্রমথেশ। আমি বরাবরই বলতাম ওর প্রতিভা আছে, একদিন

জ্বলবেই ! কেন, তুমি লক্ষ্য করনি ওর চোখে মুখে কি brightness ? কথায়, চিন্তায় কি originality ?

অজ্ঞা

হুঁ ।

সুনীল

হুঁ কি ? বিশ্বাস না কর এই দেখ কাগজে ।

অজ্ঞা

বিশ্বাস করবো না কেন । আমি ভাবছি, ছিল নরকের কীট হলো দেশের বরেণ্য ।

সুনীল

Exactly so. বড়ত্ব আছে বলেই বোধ হয় ওরা নামে যেমন hopelessly ওঠেও তেমন admirably. অর্থাৎ বুঝলে কিনা ওদের সাধারণাতীত শক্তি । তাই উন্নতি অবনতি যে পথেই যাক্ সাধারণের অগ্রগামী না হয়ে বোধ হয় পারে না ।

অজ্ঞা

হুঁ ।

সুনীল

কত দিন ওর সঙ্গে দেখা হয় না । ভয়ে ওর কাছে যাই না পাছে ঐ আবর্ত্তে পড়ে যাই । অথচ কতবড় একটা surprise was in store for me. যাই ওকে congratulate করে আসি ।

অজ্ঞা

খেয়ে দেয়ে যাও ।

সুনীল

না, না। দেরী হ'য়ে যাবে। প্রমথেশ doctor in philosopIy, কবে কে ভেবেছিল! আমি কিন্তু বরাবরই বলতাম—(প্রস্থান)

অজা

সেই প্রমথেশ! পৃথিবীতে কত বিস্ময়ই না আছে! এই নরকযজ্ঞের যে ছিল হোতা সেই কিনা - নারী আর মদে আকর্ষণ ও নেই বিকর্ষণও নেই, না অনুরাগ না বিরাগ অথচ এই দুইয়ের প্রাচুর্য্যে বাস করতো এমন হতভাগা, তার এই পরিবর্ত্তন! এমন করে তার জীবনের চাকা ঘুরালো কে? কে?

মনে হয়, মনে হয়—মিথ্যে নয়, অনুমান নয় কঠিন সত্য বলেই মনে হয় এ রিণার কাজ। কই, তারপর থেকে তো সে আর একদিনও আসেনি। দেবি, কি ঘৃণার আগুণই জ্বালিয়ে দিয়ে গেলি—পুড়ে সব স্বর্ণ হয়ে বেরুলো।

প্রমথেশ, তোমার অন্তর্নিহিত শক্তিকে চাবুক মেরে যে জাগিয়ে দিলে, প্রতিভার সূর্য্যকে ক্লেদমুক্ত করলে, যশের মুকুট মাথায় পড়িয়ে দিলে তাকে একবার স্মরণ করো নইলে আমার মত জ্বলবে।

নরেশ (প্রবেশ করিয়া)

বৌদি অবাক কাণ্ড! মাতালটার গুন দেখেছো? ওর দিকে কোনদিন ঘৃণায় চোখ তুলে তাকাইনি এখন পায়ের ধূলো পেলে মাথায় নিই।

অজা

তুমিও কম বড় নও। গুণী না হলে গুণের আদর করে? অতএব খুব মুসড়ে পড়ো না।

নরেশ

বৌদি আজ একটা confession আছে। রিণাকে বিবাহ করতে তাকে সম্মত করাতে তোমরা যেমন গোপনে প্রয়াস পাচ্ছিলে আমি তেমনি তোমাদের উপরে আন্তরিক চটে গিয়েছিলুম। কিন্তু এখন দেখছি রিণারই কপাল খারাপ।

(গলা ধরিয়া আসায় চুপ করিয়া গেল)

অজা

কি হলো?

নরেশ

কই, কিছু না।

অজা

কিছু না? আমি বলি, কপাল তোমারো খারাপ।

নরেশ

মানে? একথা বলার অর্থ?

অজা

আত্মপ্রতারণা বাদ দাও এবং আমাকে বিশ্বাস করো দেখবে কান্নায়ও শান্তি আছে।

নরেশ

আচ্ছা বৌদি, যারা যায় তারা যাদের পেছনে ফেলে যায় তাদের কথা ভাবে না, না?

অজা

তোমাকে সে ভাবে।

নরেশ

কি করে জানলে ? সে কি কিছু বলে গেছে ? আমায় ত কই এতদিন বলোনি ?

অজা

(নরেশের কাঁধে সস্নেহে হাত রাখিয়া) কিছু বলে যায়নি ভাই। আর, তাকে জানার কিছু আছে তাই কোনদিন ভাবিনি। তোমাকে দিয়ে তাকে জানলুম। ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলবেই।

সুনীলের প্রবেশ।

নরেশ

আমি যাই বৌদি (প্রস্থান)

সুনীল

নাঃ, পাওয়া গেল না। অনেক দিন হয় বাড়ী বিক্রি করে কোথায় চলে গেছে। কোথায় গেছে কেউ বলতে পারল না। আত্মগোপন করে সে সাধনা করেছে। সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়েছে। আজ সে কত বড়। দেখা হলো না—বড় দুঃখ হয়।

অজা

দুঃখ করো না এবার সে আত্মপ্রকাশ করবে। যে তাকে এত দিলে তাকে সে স্মরণ করবে না ? এ হতেই পারে না। তোমার সঙ্গে দেখা করতে সে আসবে।

সুনীল

তুমি ভুল করছো। তার অধঃপতনের পথটা পিচ্ছিল করে দেওয়া ভিন্ন তাকে আমি কিছুই দিইনি। সত্যি, কি করেছি!

অজা

অনেক দিয়েছ। তোমাকে পেয়েছিল বলেই তাকে পেয়েছে, স্বর্ণকাঠির স্পর্শলাভ করে জেগেছে, বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে রত্ন দান করেছে, একি সে ভুলবে?

সুনীল

কি বলছো?

অজা

কি বলবো! একি বলা যায়? এযে অনির্ব্বচনীয়!

সুনীল

দেখ পাণ্ডিত্য কি জিনিষ! তুমি তো প্রমথেশকে দেখতে পারতে না কিন্তু যেইমাত্র শুনলে সে পণ্ডিত, সে প্রতিভাবান অমনি তাঁর কাছে মাথা নত করলে। এমনই হয়, এমনই হয়, স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে (প্রস্থান)

অজা

ওর কাছে মাথা নত করিনি। ওর অপেক্ষাও বড় শক্তি আছে তাকে নমস্কার করছি। কিন্তু ওকে কোথায় পাই? ও কষ্টে আছে সেই সম্ভাবনায় আমার পাগল হবার যো। ভগবান, আমাকে অনেক দিয়েছ আমার জন্য নয়। ওটার জন্য। ওর জন্য প্রার্থণা করছি, তোমার একটা চোখ ওর প্রতি রেখো।

প্রমথেশ (নেপথ্যে)

সুনীল, সুনীল।

অজা

প্রমথেশ না ?

প্রমথেশ (নেপথ্যে)

সুনীল, সুনীল বাড়ী আছ ?

অজা

হ্যাঁ, তারই তো গলা। না, অকৃতজ্ঞ নয়।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

সময় দিবাবসান

সুনীলের দ্বিতল বাটীর নীচের তলায় একটি কক্ষ। জানালা দরজায় সুদৃশ্য পর্দ্দা ঝুলিতেছে। বাক্সের উপড় সুদৃশ্য কাপড়ের আবরণ। আলমারী নূতন বার্নিশে উজ্জ্বল। দেয়ালের গায় মানুষ সমান বড় আয়না। একটি আলনাতে গুটি কয়েক নানা বর্ণের শাড়ী। দেয়ালের গায়ে ব্র্যাকেটে কোট, প্যাণ্ট, সার্ট ও টুপি ঝুলিতেছে। ঘরে বৈদ্যুতিক পাখা ধীরে ধীরে ঘুরিতেছে। সে

মৃদু হাওয়ায় অত্যুগ্র আলোকের নীচে দর্পণের সম্মুখে অজ্ঞা শাড়ী পড়িতেছে।

অজ্ঞা

রিণা, এসব তোর দান। আগে একটা পয়সার বাহুল্য দেখিনি। আজ এই শাড়ী, এই গহনা, তোর দাদার সঙ্গে সিনেমায় গিয়ে অনাবিল আনন্দ উপভোগ সর্ব্বোপরি আমার ছেলে—জীবনের এই অনাস্বাদিত সুখের অকৃপণ দান তোর, তোর, হতভাগী তোর। অথচ তোর জন্য একটা পয়সা ব্যয় করতে গাত্রদাহ হতো। যাকে কাণা কড়িও দিই নাই তারই কাছে এই হিমালয় ঋণ। এমনই করেই বুঝি মানুষের দাঁত ভাঙ্গে।

সুনীল (প্রবেশ করিয়া)

Ready ? চল, চল প্রমথেশও যাবে। ওর বিয়ে ঠিক হয়ে গেল।

অজ্ঞা

তাই নাকি ? কবে ?

সুনীল

তারিখটা শুনিনি তবে earliest possible.

অজ্ঞা

বৌ কি পর্য্যন্ত পড়েছে ?

সুনীল

কিছু না। প্রমথেশ লেখাপড়া একেবারে চায় না।

অজ্ঞা

লেখাপড়া না জানলেই রিণার মত হবে কি ?

সুনীল

কি বললে ?

অজ্ঞা

বললুম, রিণাটা থাকলে বোধ হয় বিয়েটা হয়ে যেতো।

সুনীল

রি—ণা। কে ওর নাম রেখেছিল কে জানে, রক্তের প্রতি কণায় যেন নামটা বাজতে থাকে।

হঁ্যা কি বলছিলে ? প্রমথেশের সঙ্গে রিণার বিয়ে, হ'তো হ'তো নিশ্চয় হ'তো। আমি বুঝতে পারি রিণাকে ও কতটা ভালবাসে ও সম্মান করে।

(বসিয়া পড়িয়া) সত্যি, কোথায় গেল ! আর ওকে সম্মান করবে না, কেমন মেয়ে, pure as the naked sky, bold as steel honesty.

একি, তুমি কাঁদছো। চল, বায়স্কোপে যাবে না ?

অজ্ঞা

না, শরীরটা ভাল বোধ হচ্ছে না।

সুনীল

(স্প্রিংয়ের মত উঠিয়া) শরীর ভাল বোধ হবে কি ? শরীরের সঙ্গে মনের যে নিত্য সম্বন্ধ।

কতদিন হ'য়ে গেল ! কোথায় কি অবস্থায় আছে চিন্তা করে বুক ফেটে যায় তবু মুখ খুলি না। আজ প্রমথেশ অমন করে

বললো যেমন গর্ব্ব অনুভব করলুম তেমনি দুঃখ। আমার বুকের ভিতরটা কি করছে এক ভগবান জানেন। প্রমথেশ পর হয়ে ওর প্রশংসা করছে আর আমি ভাই হয়ে—হায়রে, কি কপালই করেছি! মেয়ে জাতটাই এমন জঘন্য, নীচ, পরশ্রীকাতর।

অজ্ঞা

(বিষণ্ণ হাসিয়া) থামলে কেন বল। সমুদ্রে যে শুয়ে আছে, শিশির তার কি করবে।

সুনীল

স্বয়ং ভগবান ও তোমাদের সুখ দিতে পারবেন না, বুঝলে? (দ্রুত প্রস্থান)

অজ্ঞা

তা' ঠিক।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সময় সন্ধ্যা

ললিতের বাটীর উদ্যান। রিণা দীঘিতে মুড়ি নিক্ষেপ করিয়েছে, মাছগুলি আসিয়া খাইতেছে। রিণা দেখিতেছে। ভাব একটু উন্মনা। কিছুক্ষণ পরে বেঞ্চিতে বসিয়া ঊর্দ্ধনয়নে আকাশ নিরীক্ষণ করিল। উঠিয়া গুন গুন করিয়া সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে কামিনী ঝাড়ের নিকট গেল। শাখা নমিত করিয়া একগুচ্ছ ফুল লইয়া ঘ্রাণ লইল। পরে ফুলদল ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে গান ধরিল।

মন যে যায় না জানা

যতই কেন বুদ্ধিটাকে তীক্ষ্ণ করে তোল না।

আছে বেশ যখন কহে চারিপাশ

আর্ত্তনাদে কাঁপে আকাশ বাতাস

বিধির এযে পাগল করার ছলনা।

মন যে যায় না জানা।

গানশেষে জানু ভাঙ্গিয়া বসিয়া অনতিদীর্ঘ গাছের বাহারে-পাতা দুই গণ্ডে চাপিয়া ধরিয়া বলিল। আঃ' তারপরেই দৃষ্টি যেন অন্তর্মুখী করিয়া আবৃত্তি করিল—

'তব সঞ্চার শুনেছি আমার

মর্ম্মের মাঝখানে

কত দিবসের কত সঞ্চয়

রেখে যাও মোর প্রাণে।

মুখর দিনের চপলতা মাঝে

স্থির হয়ে তুমি রও

হে অতীত, তুমি গোপনে হৃদয়ে

কথা কও, কথা কও।'

গান—অনুনয়ে ভেঙ্গে তুমি যতই কেন কাঁদনা।

মন যে যায়না জানা।

ললিত (প্রবেশ করিয়া)

যা বলেছ। নিজেরটা তবু একরকম, পরেরটা তো একেবারে দুর্ব্বোধ্য।

রিণা

ঠিক তার উল্টো।

ললিত

কথনই নয়। নহে, নহে, নহে। অভিজ্ঞতা থেকে বলছি।

রিণা

ও, তা হলে ত কোন কথাই চলে না।

ললিত

নিশ্চয়ই না। এই দেখো না—সেদিন তুমি আমার উপহার পায়ে ঠেলেছ, তবু আজ আবার আনবার সাধ হলো। (একটা নেকলেট প্রদর্শন) এমন বেহায়া মন তুমি দেখেছ ? ওকি! না, না। আমি তোমাকে গ্রহণ করতে বলবো না—ও আনন্দ আমার জন্ম নয়। তোমার নাম করে আমি এর গতি ওখানেই করবো (দীঘিতে নিক্ষেপ)।

রিণা

জানেন এতে আমি কত দুঃখ পাই ?

ললিত

দুঃখ পাও ?

রিণা

পাই না ? জীবনে অর্থের কত প্রয়োজন সে আমার মত আপনি জানেন না। আর তুচ্ছ আমার জন্ম তার এই অপব্যয়—আমার সত্যি কান্না পায়।

ললিত

অপব্যয় নয়। কিন্তু তোমার জন্যে যা' ব্যয় করছি তাকে বেশী বলা চলে না।

রিণা

বেশী নয়? ক - ত দিচ্ছেন।

ললিত

(হাসিয়া ফেলিয়া) ক - ত দিচ্ছি! অনেক নিচ্ছ তা'হলে বল?

রিণা

সত্যি, অ - নে - ক নিচ্ছি।

ললিত

(গভীর কণ্ঠে) অনেক নিচ্ছ?

রিণা

অনেক, অনেক।

ললিত

রিণা, অনেক নিলে একটু দিতে হয়।

রিণা

(ললিতের গভীর কণ্ঠে একটু বিব্রত) আমার তো কিছু নেই, কি দেবো।

ললিত

তোমাতে নয়ন ফেলে

হৃদয় উঠিল কথা বলে।

রিণা

(হাসিয়া) এইমাত্র ? কিন্তু ঠকলে আফশোষ কোরোনা যেন।

ললিত

ঠকার কথা কেন ? তোমার কি দাম আছে যে ওকথা ভাবছো ? (রিণাকে বক্ষে চাপিয়া চুম্বন করিল)।

রিণা

(নিজেকে মুক্ত করিয়া) দাঁড়াও, আগে ভগবানকে স্মরণ করি এসো। তাঁকে প্রণাম কর (যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করিল)।

দেখ, স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় তাঁর করুণা ক্ষরিত হচ্ছে। হাওয়ায় তাঁর স্নেহের স্পর্শ পাচ্ছি। প্রভু ! আমাদের যুগ্ম জীবন তোমার চরণ ধূলার যোগ্য করে চালিও।

ললিত

চল, চল ঘরে চল।

রিণা

অস্থির কেন ? যিনি দিলেন তাঁকে স্মরণ না করে পারি ?

ললিত

এ সময় তোমার ঐ ঠাকুর দেবতা ভাল লাগে না।

রিণা

এই সময়েই তাঁদের ভাল লাগে, চোখে জল এসে যায়

(চক্ষু মুদিল)

ললিত

(স্তম্ভিত হইয়া) কেন ?

রিণা

এই পুণ্য ও পবিত্র—

ললিত

পুণ্য আবার কোথায় ?

রিণা

বল কি ? মিলনের মত সুন্দর ও পবিত্র কিছু আছে নাকি ?

ললিত

তোমার পুণ্য নিয়ে তুমি থাক। আমি চললাম। (প্রস্থান)

রিণা

আমি একা থাকবো নাকি ? বারে ! (পশ্চাদনুসরণ)

তৃতীয় দৃশ্য।

সময় সকাল ১০ ঘটিকা

ললিতের বাটীর একটি কক্ষ। একটি টেবিলে রিণার পাঠ্য পুস্তক গোছান। দুইটি চৌকি। একধারে একটী তক্তপোষে ফরাস পাতা, তার উপরে ২টি তাকিয়া। তক্তপোষে রিণার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া ললিত শায়িত। তার কেশে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে

রিণা

না বলে পারলুম না—তুমি কিন্তু আজকাল বাইরে যাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছ। বন্ধুরা নিশ্চয়ই অনুযোগ দেবে।

ললিত

দিক্‌গে। আর লক্ষ্মীছাড়ার মত ঘুরবো কেন?

(রিণার হাত লইয়া মুখে বুকে বুলাইতে লাগিল)

রিণা

(নত হইয়া ললিতের ললাটে গাল রাখিয়া) তোমার সুখ আমার মনেও কেমন ঢেউ তোলে জান?

ললিত

না জানিনা। একটা গান কর না রিণ্।

রিণা

তুমি বড় কুঁড়ে। দু'অক্ষরের নাম তারও আবার সংক্ষিপ্ত-করণ।

ললিত

(রিণার মুখ টানিয়া চুম্বন করিয়া) কুঁড়েমিটাই চোখে পড়লো আর কিছু না?

রিণা

আর কিছু থাকলে ত পড়বে?

ললিত

বটে! আচ্ছা বেশ। (উঠিয়া গিয়া পাশের ঘরে সোফায় শুইয়া পড়িল)।

রিণা

(পশ্চাদনুসরণ করিয়া ঘরে পাদচারণা করিতে করিতে) ইস্ রাগ দেখোনা, সত্যি কথা বলা যাবেনা।

ললিত

হ্যাঁ। কোন কিছুর লোভেই সত্যের আশ্রয় ত্যাগ করা ভাল নয়। আমিও এতদিনের মিথ্যা বিশ্বাস ত্যাগ করলুম। (কড়িকাঠে দৃষ্টি নিবদ্ধ)।

রিণা

(ফিরিয়া) সেটা কি ?

ললিত

এই একজন ভাবে, ইঙ্গিতে, গানে বলেছিল যে আমাকে—

রিণা

(দৌড়াইয়া আসিয়া নত হইয়া ললিতের মুখে হাত চাপা দিয়া) খবরদার বলছি। (দ্রুত প্রস্থান)

ললিত

(নিজের মনে) বাড়াবাড়ি। (উঠিয়া গিয়া রিণাকে ধরিয়া আনিল) লক্ষ্মীটি একটা গান করো।

রিণা

কিছুতেই না।

ললিত

তোমার পায়ে পড়ি। ছোট্ট দেখে।

রিণা

ওকি কথা। (ললিতের পায়ের ধূলা মাথায় লইল)।

ললিত

এ আবার কি !

রিণা

কিচ্ছু না। এবার কাণ দু'টো খাড়া রাখ।

গান—

প্রজাপতিরে, নয়ন মোহন
নিয়েছি তোর সুখভাণ্ড করিয়া হরণ।
খুঁজিস বুঝি তারে আঁখির তারায়,
লীলায়িত চলনে হাসির ধারায়,
সেথায়: ছায়া শুধু সেথায় নয়,
খুঁজিয়া দেখ মোর এ মন গহন।

রিণা

(গান শেষে)—শোন। (ললিতের মুখ দুই হাতে ধরিয়া নিজের দিকে ঘুরাইয়া) শোন না।

ললিত

না বললে শুনবো কি করে, কি আশ্চর্য্য!

রিণা

না এই বলছি। আমাদের বিয়ের দিনে কিন্তু আমি গান গাইব। নইলে দম আটকে মরে যাব।

ললিত

বাপরে।

রিণা

তোমার আত্মীয় স্বজন পছন্দ করবেন তো?

ললিত

না তো !

রিণা

না করলে নাচার। তবু বল না ঠিক করে।

ললিত

ক্ষুধায় মাথা ঠিক আছে যে ঠিক কথা চাইছো।

রিণা

ছি ছি, আমারই খেয়াল ছিল না। আমার বেশী সময় লাগবে না তুমি এসো—(প্রস্থান)।

চতুর্থ দৃশ্য।

সময় অপরাহ্ন।

সুনীলের বাটী। নীচের তলার একটি কক্ষ। সুদৃশ্য আবরণযুক্ত টেবিল ঘিরিয়া বসিয়া সুনীল, নরেশ, অজ্ঞা চা-পানে রত। ঘরের দেয়ালে ২।৩টি প্রাকৃতিক দৃশ্যের মনোহর ছবি।

নরেশ

গোলামী ছেড়ে বেশ আরাম বোধ করছেন, না দাদা ?

সুনীল

মনে ত করেছিলুম গোলামী ছাড়লুম কিন্তু দেখছি গোলামী আমাকে ছাড়বে না।

নরেশ

কি রকম ?

সুনীল

সবই গোলামী হে সবই এক। তফাৎ এই, আগে ছিল এক প্রভু এখন হয়েছে বহু।

অজা

এমন ভাবে বোলছ যেন চাকরী ছেড়ে তোমার আফশোষ হয়েছে।

সুনীল

একটুও না। তুমি জাননা নিজেদের ব্যবসা সন্তানের মত, ওর ওপর একটা অপত্য স্নেহ জন্মায় যেন।

বিন্দী (প্রবেশ করিয়া)

খোকাবাবুকে হাওয়া খেতে নিয়ে যাবনি মা।

অজা

নিয়ে যা ফিরতে দেরী করিস না। দেতো, একটু কোলে নেই সোনাটাকে।

(কোলে লইয়া নাচাইতে নাচাইতে)

খোকন সোনা চাঁদের কণা
কই বারে বার
দন্তশূন্য মুখের হাসি
দেখে মরা ভার।

(বুকে চাপিয়া চুম্বন করিয়া দাসীর কোলে ফিরাইয়া দিল)

(বিন্দীর প্রস্থান)

নরেশ

প্রমথেশ বাবুর বৌভাতে কেমন খেলে বৌদি ?

অজা

অন্যদিকে তেমন ব্যয় করেন নি কিন্তু খাওয়াটা ভারী চমৎকার করেছেন কিন্তু।

সুনীল

আরে জান, মাংসটা নূতন বৌ নিজে রেঁধেছিলেন।

নরেশ

তাই নাকি ?

অজা

রাঁধবেন না ? তোমার বন্ধুর যা কাণ্ড ! Eleventh hour-এ ঠিক হলো চায়ের পরিবর্ত্তে পলান্নই হোক্। ব্যাস্, বাসার চাকরটাকে ঠাকুর বানালো। ও হতভাগা মাংস খায়ও না, ছোঁয়ও না।

প্রমথেশ (প্রবেশ করিতে করিতে)

কি হে কি হচ্ছে ?

সুনীল

তোমাকে তিরস্কার আর বৌদিকে পুরস্কার।

প্রমথেশ

কে দিচ্ছেন ?

সুনীল

আর কে।

প্রমথেশ

বৌদি, ঘাবড়ে দিলেন কিন্তু।

অজা

আপনিও যেমন! বসুন, হাতে ওটা কি? (চেয়ার ঠেলিয়া দিল)

প্রমথেশ

বুলু কয়েকখানা বই পেয়েছে। আপনিই একে একে সে গুলির মর্য্যাদা রক্ষা করুন। এখানা শেষের কবিতা, খুসী?

অজা

একটুও না। কথার tug of war একটুও ভাল লাগে না। তার চেয়ে বরং 'চিত্রা' কাব্যখানা নিয়ে আস্‌বেন। বাক্যহীন, অনুভূতি-সাপেক্ষ একটা গভীর সৌন্দর্য্যে আত্মবিস্মৃত হওয়া যাবে। (উঠিয়া) আপনার চা নিয়ে আসি। (প্রস্থান)

প্রমথেশ

সুনীল, একটা বিশেষ দরকারে তোমার কাছে এসেছি ভাই।

সুনীল

বল।

প্রমথেশ

রিণার একটা ফটো দাও।

সুনীল

ওর তো ফটো নেই।

প্রমথেশ

অবাক করলে। একেবারেই নেই? ছোট বেলারও নেই?

সুনীল

না, (মাথা নাড়িল)

প্রমথেশ

এই অভাবটা পরিপাক করি কি করে। (উঠিয়া পায়চারী করিতে লাগিল) অদৃষ্ট!

নরেশ

(মৃদুকণ্ঠে) আমার কাছে একটা আছে কিন্তু রিণাকে না জানিয়ে তোলা, pose, exposure কোনটাই তেমন ভাল হয়নি।

প্রমথেশ

(স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া) বাঁচালেন! ওতেই হবে ; ওতেই হবে। আপনি কে জানিনা কিন্তু আমাকে কিনে রাখলেন জানবেন।

নরেশ

না, না সেকি! আচ্ছা কবে আপনার চাই ?

প্রমথেশ

এক্ষুনি, আমার ত এক্ষুনি হলে ভাল হয়।

নরেশ

আচ্ছা আমি না হয় নিয়ে আসি। আমার বাড়ী এই পাশেই।

প্রমথেশ

চলুন, আমিও যাই। আপনাকেও এই অধমের কুটীরে ধরে নিয়ে যাব। (উঠিয়া) সুনীল, বৌদিকে বোলো চা-টা আর একদিন এসে খাওয়া যাবে। চলুন।

(নরেশ সহ প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

সময়—সন্ধ্যার পর

ললিতের বাটী। রিণার পড়িবার কক্ষ। টেবিলের দুই ধারে রিণা ও কানাই উপবিষ্ট। তার পাশেই তক্তপোষে কয়েকটি বই খাতা ছড়ান।

কানাই

ভাল লাগলো এটা তো মামুলী কথা। আর কি বলার আছে ?

রিণা

আর কি বলবো ?

কানাই

কি বলবেন ? আচ্ছা শেখর ও ললিতার প্রণয় একটু অর্থ-নির্ভর নয় কি।

রিণা

(ভাবিয়া) হাঁ।

কানাই

সে জন্যে একে একটু নীচ স্তরের বলা যায় না কি।

রিণা

ঠিক তো। তা হলে গিরীন ও তো অর্থ দিয়ে ললিতাকে কিনে ফেলতে চেয়েছিল বলতে হবে।

কানাই

(সানন্দে) নিশ্চয়।

রিণা

তা হলে হেম নলিনী ও গুণীন্দ্রের প্রেম ও তো—

কানাই

নিশ্চয়ই সেই পর্য্যায়ে প'ড়ে। কিন্তু আর একটা বইয়ে সেটা পাননি, বলুন দেখি ?

রিণা

(ভাবিয়া) হঁা। আমার ওটা খুব ভাল লাগলো। নরেন ও বিজয়ার কথা বলছেন, না ? ভা - রী সুন্দর।

(স্বগতঃ) অভিভূত হয়ে যাবার মত।

(কানাইকে) কিন্তু দেখুন বিজয়ার অর্থের দিকে বিলাস-বিহারীর কথা অতটা বুঝলুম না। কিন্তু রাসবিহারীর কি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি! অর্থটা যেন জীবনে—

কানাই

বার্ণার্ড শ বলে একজন লেখক আছেন তিনি বলেন Money is the most important factor of life. ট্রটস্কী বলেন, সাহিত্য হচ্ছে অর্থ-নৈতিক চিন্তার প্রকট ছবি।

রিণা

অথচ এই অর্থ-নির্ভর ব'লে ওদের প্রেমকে আপনি নীচস্তরে ফেললেন।

কানাই

(সোজা হইয়া বসিয়া) কেন ফেলছি বলি।

রিণা

না, না। বলতে হবে না। সে আমি বুঝতে পেরেছি। ট্রটস্কী তো ঠিকই বলেছেন। অর্থ সম্পর্কেই তো কুমুর স্বামী ও

দাদা, শৈল ও নয়ন তারা, গিরিশ ও হরিশের চরিত্র সৃষ্টি আরম্ভ হলো মনে হয়। এর সংস্পর্শে এসে কেষ্টোর দুই দিদি দুই রকম। সব চরিত্রই অল্প বেশী এর দ্বারাই পরিস্ফুট হয়।

কানাই

হবে না ? অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্ব মানুষের কর্ম্মজীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বন্ধবদ্ধ। কর্ম্মজীবন বাদ দিয়ে মানবের সম্যক চরিত্রসৃষ্টি কি করে সম্ভব হবে ? আর কথাই তো আছে অর্থের সংস্পর্শে এলেই মানুষ চেনা যায়।

তবে একথা ভুললে চলবে না যে অর্থ যদিও জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বস্তু তবু অর্থই জীবনের সব নয়।

রিণা

(জিজ্ঞাসু নয়ন তুলিয়া) মানে ?

কানাই

ওদের পাশে মধুসূদনের অনুজ ও সিদ্ধেশ্বরী ও তো আছে। স্বর্ণ-মঞ্জরী যেমন আছে পোড়াকাঠও তো আছে। শৈলর তো আরো একটা দিক আছে। অর্থে লোভহীনতা অপেক্ষা সেই দিকটা আরো মনোরম আরো চিত্তাকর্ষক। সেই জোরেই তার জোর।

রিণা

কি ?

কানাই

স্নেহ।

রিণা

ও সত্যি! স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা আছে বলে বোধহয় পৃথিবী বাসযোগ্য, না?

কানাই

ভগবানকে পেতে হলেও এই একমাত্র পথ।

রিণা

কেন? আপনি তো সেদিন বললেন ভক্তিযোগ ছাড়াও জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগ প্রভৃতি আছে।

কানাই

আছে। ওদু'টো বড় কঠিন। তা'ছাড়া, কলিযুগে জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগের আয়ু কোথায়? কলিতে ভক্তিযোগই যুগধর্ম্ম। তাই একমাত্র পথ বলছি। তাঁকে ভালবেসে লাভ করতে হবে। তাঁকে ভালবাসলেন তখন জানলেন এই বিশ্ব তাঁর। প্রিয়ের বস্তু—তাই বিশ্বের সব কিছুর প্রতি আপনার হৃদয়ের প্রীতি উৎসারিত হলো। আমাদের প্রীতির গণ্ডী কত ক্ষুদ্র তবু তাতে কত আনন্দ পাই আর এই গণ্ডী যখন বিশ্বকে আলিঙ্গন করবে তখন আনন্দ কত বিরাট হবে একবার ভাবুন তো। এইজন্যই একে জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ বলা হয়। এই আনন্দের বানে ভক্তের নির্ব্বানের বাসনাও ভেসে যায়। ভক্ত বলে আমি জন্মহীন তোমার মাঝে লীন হতে চাই না। জন্মের মধ্য দিয়েই তোমার প্রতি এমন প্রীতির আনন্দ আস্বাদন করতে চাই। 'চিনি হতে চাই না চিনি খেতে চাই।'

বাতাস জল আকাশ, আলো
সবারে কবে বাসিব ভালো
হৃদয় সভা জুড়িয়া তারা
বসিবে নানা সাজে।

রিণা

(তদগত ভাবে) আরো বলুন।

কানাই

আমি কি বলবো? আমি কি নূতন কিছু বলি? এসব যাঁরা বলেছেন তাঁদের বই এনে দেবো, নিজে পড়বেন।

রিণা

পড়ার থেকে আপনি বললে আমি সহজে বুঝি।

কানাই

খুব পড়বেন। Read, read, read, দেখবেন বই আমার স্থান নিয়েছে।

(থামিয়া) আচ্ছা এবার ইংরেজীটা একটু দেখি।

রিণা

(মিনতি করিয়া) আজকে নয়।

কানাই

(উঠিয়া) বেশ, এবার যাই। (অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল) কিন্তু প্রত্যেক বই পড়ে আবার চিন্তা করবেন। তাতে চিন্তাশক্তি ও বিচারশক্তি বৃদ্ধি পায়। আচ্ছা চলি। (প্রস্থান)

রিণা

(স্বগতঃ) বাতাস জল আকাশ আলো
সবারে কবে বাসিব ভালো।
(উঠিয়া) এ জীবন সদা দেয় নাড়া
লয়ে তার সুখ দুঃখ ভয়
কিছু যেন নাই গো সে ছাড়া
সেই যেন মোর সমুদয়।

——:——

ষষ্ঠ দৃশ্য।

সময় রাত্রি

ললিতের বাটীর কক্ষ। বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত। ভূমিতে আসনে ললিত উপবিষ্ট। সম্মুখে শূন্য প্লেট। বাহিরে বারান্দা জ্যোৎস্নাপ্লাবিত। ললিত ঘরের দ্বারে জ্যোৎস্নার অপমৃত্যুর দিকে চাহিয়া আছে। পার্শ্বের ঘর হইতে গরম চপসহ রিণার প্রবেশ।

রিণা

তুমি একটি ক্ষুদ্র রাক্ষস। নাও, আরো চারটে দিলাম। (চপ প্রদান) আর কিন্তু পাবে না। অসুখ করতে পারে। বরং আর একদিন করে দেবো।

ললিত

বারোটার পরেই health এর জন্য এমন উদ্বেগ! আর দিলে তোমার জন্য থাকবে না বুঝি ?

রিণা

কী অসভ্য। হ্যাঁ যাও, থাকবে না।

ললিত

ছ'টো তুলে নিয়ে যাও।

রিণা

(ব্যাকুল হইয়া) না, না খাও। তুলবো কেন? ভুলে গেলে নাকি আমি মাংস খাইনে?

ললিত

ভুলিনি। শরীরের কথা ভেবেই বলছি।

রিণা

না, না কিচ্ছু হবে না। তুমি খাওনা। খাওয়ার পর এক ডোজ নাক্সভমিকা দিয়ে দেবো।

ললিত

(হাসিয়া) ওরে বাপরে, এটা আবার কবে থেকে? মাষ্টারটি কে?

রিণা

কে আবার, কানাই বাবু।

ললিত

তার সঙ্গে আর কি চলে?

রিণা

আরও একটা বিষয়ে তিনি সাহায্য করেছেন। শুনলে তুমি রাগ করবে।

ললিত

কি শুনি—ইনা। (কণ্ঠে সংশয় দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে)

রিণা

তাঁকে দিয়ে তোমার জন্য হু'টো স্যুটের কাপড় আনিয়েছি।

ললিত

টাকা পেলে কোথায় ?

রিণা

ভয় নেই বাক্স ভাঙ্গি নি।

ললিত

তবু।

রিণা

এতদিনের মাসখরচ থেকে কিছু উদ্বৃত্ত ছিল।

ললিত

(হাওয়া লঘু করিয়া) বাবাঃ মেয়েগুলো কি ! পেট থেকে পড়েই রীতিমত গিন্নী হয়।

রিণা

(থামিয়া) সত্যি বলনা, মাকে কবে আনবে। আমার আর একা থাকতে ভাল লাগছে না। আর সত্যি কথা বলতে কি বিয়েতে আমাদের আর দেরা করা উচিত নয়—

ললিত

হুঁ

রিণা

হুঁ কি! তুমি বুঝতে পাচ্ছ না! Seriously একবার ভেবে দেখ দেখি।

ললিত

(উঠিয়া পড়িয়া) আচ্ছা দেখবো। (প্রস্থান)

রিণা

(ললিতপরিত্যক্ত খাবার স্থান পরিষ্কার করিতে করিতে টুকরা টুকরা আবৃত্তি)।

জ্যোৎস্না রাতে নিভৃত মন্দিরে
প্রেয়সীরে
যে নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে
সেই কানে কানে ডাকা রেখে গেলে এইখানে
অনন্তের কানে।

*　　*　　*

আমার সকল দৈন্য লাজ
আমার ক্ষুদ্রতা যত ; ঢাকিয়াছ আজ
তব রাজ-আস্তরণে।

*　　*　　*

আমরা দু-জনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে,
অনাদি কালের হৃদয় উৎস হ'তে।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

সময় সকাল ১১টা

ললিতের বাটী। রিণা পড়িবার ঘরে জানালার কাছে ইজি-চেয়ারে শয়ান, হাতে একটা বই। বায়ুতে অলক দুলিতেছে।

রিণা

স্বামী কয়েকদিনের জন্য গেল তাতে স্ত্রীর এত ক্রন্দন! কেন? ললিত তো চলে গেছেন আজ পাঁচ ছয় দিন—কই ওর বিচ্ছেদে আমার ত চোখে জল আসছে না। কেন?

ওহো, বিবাহের আগে বোধহয় বিচ্ছেদ অমন অসহনীয় হয় না। বিবাহের কি শক্তি! (উঠিয়া) আচ্ছা বিবাহটা কি? মনের ওপরে তার এত প্রভাব কেন? হুঁ, হবে না? বিবাহে যে ভগবানের আসন পাতা হয়, পবিত্র মন্ত্রের উচ্চারণ হয়। মন্ত্রের অসাধ্য কিছু আছে নাকি? মন্ত্র, মন্ত্র, পবিত্র মন্ত্র ঐশী শক্তির ক্রীড়া করে। ভগবান তুমি বিচিত্র পৃথিবী সৃষ্টি করেছো। বিরাট তোমার শক্তি। কিন্তু তারও চেয়ে বিচিত্র করে সৃষ্টি করেছো মানুষের মন, তোমার সৃষ্টি চাতুর্য্যকে নমস্কার করি।

কানাই (প্রবেশ করিতে করিতে)

কাকে নমস্কার করছেন?

রিণা

(ভক্তি গদ গদ কণ্ঠে) ভগবানকে।

কানাই

ঐটি করবেন না।

রিণা

একি কথা! কেন?

কানাই

(একটি পত্র প্রদান) এই দেখুন।

রিণা

(পাঠ করিয়া হতবাক্ রহিল)

কানাই

আমাকে ভুল বুঝবেন না। আশা করি আপনার বন্ধুর কাজই করেছি।

রিণা

আপনাকে সহস্র ধন্যবাদ। আমাদের দু'জনেরই বন্ধুর কাজ করেছেন।

কানাই

না, ওটার কথা আর বলবেন না।

রিণা

এ সংবাদ আমার জানা যত দুঃখের আমাকে তাঁর বলা আরো কঠিন। আচ্ছা বসুন, আপনাকে চা দিতে বলি।

কানাই

কিছুতেই না। আমি যাচ্ছি, নমস্কার। (প্রস্থান)

রিণা

ভগবান, আমাকে এ কি দান করলে প্রভু! দুঃখ? কিন্তু হৃদয় মন্থন করেও তেমন একটা হারানোর ব্যথা অনুভব করছি না, অথবা তুমি আমাকে দুঃখ সইবার শক্তি দিয়েছো। অথবা, অথবা আর কিছু—

গান—

ভুল হো'ক ভগ্ন
ভুলের পরের সুখের সৌধ
হোক ধূলিলগ্ন!
উঠিবে ঝড়
ছিঁড়িবে নোঙর
কিন্তু হবে এবার
হবে আমার আলোক অবগাহন,
ভুলের হোক সমাপন,
সত্যে হই মগ্ন।

—— ——

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সময় দ্বিপ্রহর।

সুনীলের বহির্বাটীর পশ্চাতে বারান্দায় এক কোণে অজা দাঁড়াইয়া। নয়ন ঊর্দ্ধে আকাশপানে। দাস দাসীর ব্যস্ত আনাগোনা। উপর তলা ঝাড়া মোছা হইতেছে।

নরেশ (প্রবেশ করিয়া)

বৌদি, পায়ে পড়ি, উৎসবটাকে কানা করো না, বাজনা আনাতে বল।

অজ্ঞা

দরকার নেই।

নরেশ

আছে। তোমার প্রথম পুত্রের অন্নপ্রাশন। ধনের অভাব নেই—

অজ্ঞা

জনের আছে।

নরেশ

মানে? ওহো, তোমাকে দাদা বলেন নি? প্রথমের বিনা নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা একেবারে উল্টে গেছে। সকলকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে।

অজ্ঞা

জানি।

নরেশ

বাদ্য আনতে অনুজ্ঞা দাও।

অজ্ঞা

ঠাকুরপো, আর কেহ না জানুক তুমি জান—সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করেছি পর থেকে একজনের ক্রন্দন আমি অহরহ শুনছি। বাজনার উদ্দাম-স্বরে কি তা চাপা পড়বে? তবে কেন?

নরেশ

তোমাকে নমস্কার করি। ক্ষুদ্রকে বৃহৎ করবার তোমার একটা অলৌকিক শক্তি আছে। এই তুচ্ছ কারণে তুমি উৎসবে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করছো না?

সময় সকলই হরণ করে। কাল যা থাকবে না আজ তা নিয়ে উতলা হলে চলে?

অজা

তুচ্ছ, বৃহৎ জ্ঞান ব্যক্তিগত ব্যাপার। কালকে থাকবে না বলে আজকের ব্যথার লাঘব হয় কই?

নরেশ

কিন্তু দেখ আমি—

অজা

চুপ কর। Shawকে তোমরাই বড় করলে।

নরেশ

আমরা? আমি?

অজা

তিনি বলেছেন আমাদের ভাষা মনোভাবকে প্রকাশ করতে নয়, তা গোপন করতে।

নরেশ

(আহত কণ্ঠে) বৌদি, তোমার মত বুদ্ধিমতীরও কৃতকর্ম্মের জন্য অনুশোচনা করতে হয়, আশ্চর্য্য!

অজা

দেনা পাওনার ব্যাপারে জিততে চাওয়াই বুদ্ধির ধর্ম্ম। তাতে জিততে চেয়েছিলুম এবং জিতে যাচ্ছিলুম। কেমন একটা sweeping victory, তোমরা দেখেছো। তারপরে একদিন অকস্মাৎ এ-ম-ন ধন পেলুম, এমন দেওয়া দিল যে চোখ মেলে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। হার পুঞ্জীভূত হয়ে আকাশ চুম্বন করেছে। এমন হারও ললাটে ছিল! (আত্মবিস্মৃতের মত চুপ করিল)

নরেশ

(নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া) তারপর ?

অজা

তারও পরে? অনুশোচনা সরীসৃপের মত সর্ব্বদেহমনে এঁকে বেঁকে বিস্তৃত হয়ে পড়লো।

ছু'জনেই বাক্যহীন।

সুনীল (নেপথ্য হইতে)

রাণী, রাণী কোথায় ?

নরেশ

এই যে আসুন (অগ্রসর হইয়া গেল))

সুনীল (প্রবেশ করিয়া)

এই যে রাণী, এই দেখ প্রমথেশের স্ত্রী কি পাঠিয়েছেন দেখ।

অজা

এই আসছি। (প্রস্থান)

সুনীল

(চীৎকার করিয়া) আর বিষ্ণুঠাকুর—

নরেশ

রাখুন আপনার পাচকের খবর। আগে চলুন গেট-টা ঠিক করিগে।

সুনীল

ঠিক কথা তো। আসলই তো বাকী। চল।

নরেশ

দিন বাক্সটা আমার কাছে। রেখে আসিগে।

সুনীল

নাও। বাক্স প্রদান।

——:——

তৃতীয় দৃশ্য।

সময় সকাল

ললিতের বাটী। ললিতের শয়নঘরের সংলগ্ন বারান্দা। একটি ছোট বেতের টেবিলে প্লেট, চায়ের কাপ প্রভৃতি রহিয়াছে। অদূরে ইজি চেয়ারে ললিত বসিয়া। দৃষ্টি উদ্যানে ফুলে ফুলে ভ্রমণ করিতেছে। রিণা সম্মুখে চেয়ারে উপবিষ্ট। হাতের কাপ টেবিলে রক্ষা করিয়া

রিণা

বউকে একেবারে নিয়ে এলে না কেন?

ললিত

(ক্রোধে ফাটিয়া) কে তোমাকে এ খবর দিয়েছে ?

রিণা

আর কে দেবে, কানাই বাবু।

ললিত

বন্ধুত্ব যে প্রণয়ে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে এ আমি আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলুম।

রিণা

চুপ কর। নিজেকে আর নীচ করো না। তোমার ক্ষুরধার বুদ্ধি আমাকে চিনতে ভুল করেনি। কানাই বাবুর কৈফিয়ৎ অচল।

ললিত

(পায়চারী করিতে করিতে) I shall teach him a good lesson বিশ্বাসঘাতক, rascal.

রিণা

তিনি তোমার বন্ধুর কাজই করেছেন, আজ বুঝতে না চাইলেও ছ'দিন পরে বুঝবে।

এত বিচলিত হচ্ছ কেন ? তুমি যা তারও চেয়ে বড় তোমাকে expect করেছিলুম। এ দুঃখ আমার। এর জন্য তুমি দায়ী নও। কিন্তু অন্যায় তুমি কি পর্য্যন্ত করেছ সেইটাই তোমাকে জানিয়ে যাব।

ললিত

অন্যায় আমি কোনদিন করি না।

রিণা

এই স্পর্দ্ধাটা শুধু বাক্যেই আছে মনে নেই। আমাকে এ যাবৎ তুমি বঞ্চনা করে এসেছো। আমাকে শেষ পর্য্যন্ত exploit করেছো, দাওনি কিছু।

ললিত

দিই নাই মানে? দীঘির বুকে এখনো—

রিণা

থাক্। কঙ্কন প্রভৃতি যদি সোনারও হতো; দামী যা কিছু দিয়েছো, সে সব যদি ভাড়া করা নাও হ'তো তবুও ওগুলো immaterial.

ললিত

(চীৎকার করিয়া) কি বললে? কানাইকে আমি (দাঁত চাপিয়া হাত মুচড়াইয়া) আমি তাকে খুন করবো। এমন বিশ্বাসঘাতক, উঃ।

রিণা

চেঁচিও না। তুমি কি? সাধুর মুখোস পড়ে তুমি আমার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করনি? আমার জীবনটাকে একটা অপরিসীম হাহাকারে পরিণত করেছো।

নারীত্বকে মাতৃত্ব থেকে বঞ্চিত করেছো এমন তুমি? কি বলবো তোমার উপযুক্ত বিশেষণ আমার জানা নেই। আমি অন্ধ বিশ্বাসে তোমার ষড়যন্ত্রের জালে আটকে পড়েছি।

তার জন্য নিজেকে আমি ধিক্কার দিই না। বিশ্বাস করে মরণও ভাল। এর মধ্যে নীচতা নেই। তবে দুঃখ এই মরণটা হলো না।

সমাজের চোখে তুমি আমাকে ঘৃণ্য করেছো। আমার নিজের কাছে আমাকে নীচ করতে পারনি। ঐখানেই তোমার প্রায়শ্চিত্তের বীজ রয়েছে। শুভ বুদ্ধি জাগলে একদিন মুক্তি পেতেও পার।

ললিত

Bravo, তোমাকে নমস্কার করি।

রিণা

ঐ ব্যঙ্গ একদিন সত্য হবে।

ললিত

যাও, বেরিয়ে যাও। যথেষ্ট হয়েছে।

রিণা

যাচ্ছি। যাবার আগে বলে যাচ্ছি নারীর ভোগটাকেই চরম বলে জেনো না। সেই ভোগে আছে সৃষ্টির মঙ্গল বীজ। তাকে সম্মান করো। (প্রস্থান)

ললিত

হা হা হা হা। (ব্যঙ্গভরে) সম্মান করো। নাঃ, কানাইটার বুদ্ধি আছে। খুব শীঘ্র বিদায় নিয়ে বাঁচালো কিন্তু। Real friend এর কাজ করেছে আমার কানাই। (ইজিচেয়ারে উপবেশন)

কানাই (প্রবেশ করিয়া)

এইবার real friend বিদায় নিতে এলো।

ললিত

কেন হে ? (প্রফুল্লস্বরে)

কানাই

তোমার বন্ধুত্বের আওতায় থেকে নিজেকে তিলে তিলে হত্যা করছি !

ললিত

নাকি ?

কানাই

কুলিগিরি করে শাকভাতও ভাল, আমার রাজভোগে দরকার নেই।

ললিত

নাঃ যোগ্য শিষ্য বটে। গুরুমারা বিদ্যে, না ? কোথায় নিয়ে তুলবে ? বলি—

কানাই

তোমাকে স্পর্শ করতে ঘৃণা হয় নতুবা এখনই তোমার জীবন সাঙ্গ করতাম। (বেগে প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

সময় রাত্রির আরম্ভ।

সুনীলের বাটীর নিকটবর্ত্তী ষ্টেশন। গাড়ী আসিয়া চলিয়া গেল। কোলাহলও অন্তর্হিত। রিণা ষ্টেশনের রেলিংএর উপরে দেহভার রক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি বুলাইয়া—

রিণা

রজনী পেয়েছে অন্ধকার থেকে আলোকে প্রমোশন। আমারো নয়ন তুমি উন্মিলীত করেছো প্রভু !

নরেশ, অনামিকায় তোমার স্বর্ণাঙ্গুরী এখনো জ্বলছে। তোমার হৃদয় হলো আজ প্রকট। সেদিন অনশন ক্লিষ্ট গলগ্রহ মন স্বর্ণ টুকুই দেখেছিল। তুমিও তাই দেখিয়েছিলে অথবা তোমাতে আমাতে ধনের বিরাট অসাম্য—কুমারী মন উপলক্ষ্য বেয়ে লক্ষ্যে পৌছবার স্বপ্ন দেখেনি। সে সাহস তখন রাখলে আজ কি হতো বলতে পারি না কিন্তু না রেখে মারাত্মক ভুল করে বসলুম—fatal error of life, গৃহ ত্যাগ করলুম। অশিক্ষিত, নির্ব্বোধ মনের আত্মঘাতী উপায় অবলম্বন। ভুল ভুল প্রসব করলো। ললিতের ঋণের জন্য হৃদয় জোড়া কৃতজ্ঞতাকে ভালবাসা বলে গ্রহণ করলুম। ফলে যে প্রমাদকে বরণ করে ঘরে তুললুম একমাত্র আমি জানি। (চলিতে আরম্ভ করিয়া) ঐ যে বাড়ী দেখা যাচ্ছে, বাঁচা গেল। লাঞ্ছনা, গঞ্জনাকে আর ভয় নেই, ভয় দ্বিতীয় ললিতকে।

(রিণা দ্বারের কড়া নাড়িতেই সুনীল দ্বার খুলিয়া দিল)

সুনীল

কে ? কে ?

রিণা

আমি রিণা।

সুনীল

(বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে) রি—ণা আলো জ্বালাইয়া) আয় বোন আয় (কাছে টানিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল) কত কষ্ট পেয়েছিস্ বোন। (নিজের চোখ মুছিয়া) আয় আয় ভেতরে আয়। আর দেখ, তোর বৌদি যদি কিছু অন্যায় করে আমাকে বলিস্। আর একটা কথা, তোর যখন যেটা দরকার হবে আমাকে -- এই যে রাণী নাকি এসো এসো।

অন্জা (প্রবেশ করিয়া)

কথার আওয়াজ শুনে এলুম। কার সঙ্গে কথা বলছো ? কে গো ?

রিণা

(প্রণাম করিয়া) আমি বৌদি।

অন্জা

(রিণাকে দুই হাতে বুকে জড়াইয়া) কোথায় ছিলি এতদিন ? চল, বিন্দি ও বিন্দি।

বিন্দি (প্রবেশ করিয়া)

কেনে গো।

অন্জা

ঠাকুরকে বল আর একজনের ভাত রান্না করতে হবে। যা তো রিণা হাত মুখ ধো গে। কাপড় ছেড়ে ফেলিস্। উত্তরের ছোট ঘরটায় কাপড় জামা আছে নিয়ে যাস্।

রিণা

আচ্ছা। (প্রস্থান)

সুনীল

বাবাঃ এতদিনে বুকের একটা ভাব নামলো।

অন্জা

কিন্তু আর একটা চাপলো যে!

সুনীল

কি?

অঞ্জা

লোকের মুখ বন্ধ করবে কি দিয়ে?

সুনীল

এখন কি আর সুনীল দরিদ্র যে লোকে কথা বলবে? আর যদি তেমনই হয় আমরা দূর দেশে চলে যাবো যেখানে কেউ আমাদের চিনবে না। যেখানে খাটবো সেখানেই পয়সা পাবো, তবে ভয় কিসের।

অঞ্জা

তাই ভালো। কিন্তু কাউকে কিছু বলো না যেন।

সুনীল

আরে না না। চল চল।

———:———

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য।

সময় সকাল।

সুনীলের বাটী। ভিতরের বারান্দার বাম সীমান্তে কতগুলি টবে পাম ও বাহারে পাতার গাছ। তারই কোণ ঘেঁসিয়া ইজিচেয়ারে শুইয়া রিণা বই পড়িতেছে। পামের লম্বা পাতা দক্ষিণ বাহু অতিক্রম করিয়া রিণার ক্রোড়ে আসিয়া মুখ গুজিয়াছে। বাম দিক হইতে নরেশের প্রবেশ—

নরেশ

বৌদি!

রিণা

(উঠিয়া বসিয়া ও বই নামাইয়া) বৌদি ভেতরে, ডেকে দেবো?

নরেশ

কার মুখ দেখে উঠেছিলুম আজ?

রিণা

কেন, তাকে গিয়ে মারবেন? (উঠিয়া চেয়ার আনিয়া নরেশকে বসিতে দিল এবং নিজে পূর্ব্ব স্থানে বসিল)।

নরেশ

(বসিয়া) মারবো ? হবে। তুমি পড়তে শিখলে কবে ?

রিণা

তারিখ মনে নেই। কেমন ছিলেন ?

নরেশ

কেমন ছিলাম তা তো মনে পড়ছে না, তবে এখন থেকে ভাল থাকবো মনে করছি।

রিণা

কথা বার্ত্তায় তো অবস্থা সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না। বিয়ে দেয়নি বুঝি এখনো ?

নরেশ

না, দেখ তো, কি বিবেচনা !

রিণা

সেকি ? এই যে শুনে গেলুম—

নরেশ

(ললাটে করাঘাত করিয়া) কপাল, কপাল।

রিণা

(হাসিয়া ফেলিয়া) কেন হলো না ?

নরেশ

(হাত নাড়িয়া) তারা নাকি মেয়েই পায় না।

রিণা

মেয়ে পায় না ? আমি মেয়ে খুঁজে দেবো দাঁড়ান।

নরেশ

(উঠিয়া) শুধু দাঁড়িয়ে নয় এই হাত জোড় করে বলছি তুমি একটি বার খোঁজ হয় তো তাকে পেতে পার ।

রিণা

তাকে ! কাকে ? বিশেষ কেউ আছে নাকি ?

নরেশ

আছে ।

রিণা

কে ?

নরেশ

যে আমার আংটি নিয়ে পালিয়েছে ।

রিণা

(ব্যথাহত কণ্ঠে) সে আর নেই । (মুখে বই চাপা দিয়া শুইয়া পড়িল)

নরেশ

(বই কাড়িয়া লইয়া) কি বললে ?

রিণা

(উঠিয়া বসিয়া) সেদিন কেন বলনি ? সেদিন romance-এর বিলাস ছিল, সত্য প্রকাশের সাহস ছিল না ।

নরেশ

তুমি জাননা—

রিণা

আজও জেনে লাভ নেই (উঠিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর)

নরেশ

(পথ রোধ করিয়া) সমাজের ভয় ? উভয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করবো।

রিণা

না। (পাশ কাটাইয়া দ্বারের নিকট গেল)

অজা

(সেই দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে করিতে) ঠাকুরপোর গলা শুনলুম, না ?

রিণা

হ্যাঁ, ঐ তো।

অজা

তুই পালাচ্ছিস্ কেন ?

রিণা

আর পালাবো না।

অজা

না না সে কথা নয়। আয় এখানে আমার পাশে বোস্।

(নরেশ-পরিত্যক্ত চেয়ারে উপবেশন করিল)

রিণা

(বসিয়া) কিন্তু দাদার আসার সময় হ'লো।

অজা

আচ্ছা, আচ্ছা তুই বোস্ তো। তারপর ঠাকুর পো—

স্নীল (প্রবেশ করিয়া)

কই, তেল টেল দাও তো। আমার আবার একটা appointment—

অজা

(সোজা উঠিয়া) টুপিটা পর্য্যন্ত খোলার নাম নেই তেল দাও তো ? তোমার স্যুটে আমি আজ তেল ঢেলে দেবো। রোজ, রোজ ভাল লাগে না। (দ্রুত প্রস্থান)

স্নীল

সর্ব্বনাশ! দে তো বোন তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে স্যুটটা খুলে নি।

রিণা

(হাসিয়া ফেলিয়া তাতে বৌদি আরো চটবেন। তার চেয়ে আমি জুতো মোজা খুলে দিচ্ছি। তুমি সার্ট প্যাণ্ট খোলো তাড়াতাড়ি হবে।

স্নীল

তাই ভাল। তাই ভাল। ওর বুদ্ধিটা বরাবরই—বুঝলে নরেশ—

অজা (নেপথ্য হইতে)

জল গরম বসাও ঠাকুর আসছি।

স্নীল

ওরে বাপ্ রে। এসে পড়লো যে—(স্যুট খোলা বন্ধ)

রিণা

প্রমথেশ বাবুর স্ত্রীর কোন কথা তোল না।

সুনীল

কি বললি ? ও, মনে পড়েছে। (অজা প্রবেশ করিতেই) শোন রাণী, প্রমথেশ আমাদের সকলকে সন্ধ্যাবেলা নেমন্তন্ন করেছে।

অজা

(রাগত কণ্ঠে) কখন করেছে ?

সুনীল

(দোষাবনত হয়ে) করেছে ভোরেই—আমিই, বুঝলে কিনা, আমার আবার একটা appointment—

অজা

বুঝলে ঠাকুর পো, অফিস ছেড়ে অবধি appointment এর জ্বালায় গলায় দড়ি দেওয়া বাকী।

রিণা

(হাসি চাপিয়া) আমি ঠাকুরকে তা হলে মাছটা সব এ বেলায় দিতে বলি বৌদি (প্রস্থান)

নরেশ

যাই বৌদি এবার (উঠিল)

সুনীল

নরেশ, তোমারো তো নেমন্তন্ন না ?

নরেশ

হাঁ, আমাকেও বলেছেন।

সুনীল

এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে কেমন হে ?

নরেশ

বেশ তো। আচ্ছা বৌদি চলি (প্রস্থান)

অঞ্জা

নেমন্তন্নের উপলক্ষ্য কি ?

সুনীল

উপলক্ষ্য বলেনি তবে জোর করে হলেও রিণাকে নিয়ে যেতে বলেছে !

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সময় রাত্রি

প্রমথেশের বাটী

নাতিক্ষুদ্র পরিচ্ছন্ন অট্টালিকা। চতুর্দ্দিকে রেলিং যুক্ত অপ্রশস্ত বারান্দা। তাহারই এক কোণে আনন্দ রোলে বাদ্য বাজিতেছে। বাটীর সম্মুখে ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড নয়নতৃপ্তিকর শ্যামল তৃণাবৃত। সদর দরজা হইতে সঙ্কীর্ণ পথ বারান্দাসংলগ্ন সোপান চুম্বন করিয়াছে। প্রথমে পেরেমবুলেটার ঠেলিয়া বিন্দি প্রবেশ করিল। পশ্চাতে অঞ্জা ও সুনীল।

প্রমথেশ

(বারান্দায় দণ্ডায়মান) এসো এসো সুনীল। আসুন বৌদি। রিণা কোথায় ?

রিণা

(নরেশসহ সদর দরজায় পদার্পণ) এই যে।

প্রমথেশ

এসো (উচ্চ কণ্ঠে) এই বুলু এঁরা এসে পড়েছেন।

সুনীল

যুগল অভ্যর্থনার দরকার নেই হে। হয়েছে হয়েছে। (সন্তর্পণে সুনীল ও অজা পেরেমবুলেটরের পাশ কাটাইয়া বারান্দায় উঠিল) বেচারা বৌদিকে আর কষ্ট—

বুলু

(হাত মুছিতে মুছিতে প্রবেশ) কার কষ্ট ? আমার ? কি যে বলেন। আসুন দিদি। (অজার হাত ধরিল) একি ! ওরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেন ? (নরেশ ও রিণাকে দেখাইয়া)

প্রমথেশ

(নামিয়া শিশুকে গাড়ী হইতে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া বিন্দিকে) গাড়ীটা দূর্ব্বার ওপারে ঠেলে দে তো।

রিণা

(গেট হইতে) না, না, দরকার নেই। আমরা তো আসছিই।

প্রমথেশ

ঐখানেই একটু দাঁড়াও। (গেটে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ)

নরেশ

(রিণাকে) কোন আপত্তি শুনবো না। বল, হঁ্যা।

রিণা

না! (বিন্দি গাড়ী ঠেলিতে অগ্রসর হইয়া গেল)

প্রমথেশ

এসো রিণা, নরেশ এসো।

সকলে সম্মুখের ঘরে প্রবেশ করিল।

প্রমথেশ

বুলু আর এ ঘরে কেন। তোমার তো সব ঠিক (একেবারে বসে গেলে হয় না? খাওয়ার সময় হয়েছে)

বুলু

সব ঠিক। আস্থন দিদি এই ঘরে।

(সকলের খাবার ঘরে প্রবেশ)

প্রমথেশ

(বিন্দির কোলে শিশুকে দিয়া) চল, সব বসে পড়া যাক্। দেরী করে ডাল ভাতকে অহেতুক মর্য্যাদা দেওয়া কেন?

(একে একে সকলের ভূমিতে পাতা আসনে উপবেশন)

স্থনীল

ডাল ভাত তো বাড়ীতেই ছিল হে।

অজা

পেটুক।

প্রমথেশ

বাড়ীতে তো আরবুলু রাঁধেনি, কি বলেন বৌদি?

সুনীল

তা অবশ্য ঠিক। হ্যাঁ, বিশেষ হাতের রান্না একটা লোভের বস্তু বটে, অজা রাগ করো না।

বুলু

(হাসিয়া (বসুন আসছি। (প্রস্থান)

প্রমথেশ

বৌদি পেটভরে খেয়ে বাধিত করবেন।

অজা

(হাসিয়া) তথাস্তু।

প্রমথেশ

রিণা, নরেশ লজ্জা করোনা। যা লাগবে চেয়ে নিও।

বুলুর প্রবেশ

প্রমথেশ

বুলু, ঠাকুরকে উপদেশ দেওয়া হলো? এবার বসো। বৌদির পাশে বসো।

বুলু বসিল

সকলের খাওয়া হইয়া গিয়াছে সুনীল তখনো আহারে রত।

প্রমথেশ

এতদিনেও সকলের সঙ্গে শেষ করা অভ্যেস করতে পারলিনে?

সুনীল

জান, ওদের Churchill—অজা Churchill না?

অজা

জানি না।

সুনীল

শুনে তিরিশবার এক এক গ্রাস চিবোয়। কি বল ডাক্তার ভাল নয় ?

নরেশ

খুব ভাল, খুব ভাল।

অজা

তোমার অতবার চিবোবার আবশ্যক ? খাদ্য দেখেই যা' লালা ঝরে, ওতেই—কি বল ঠাকুরপো ? (সকলের হাস্য)

প্রমথেশ

(সুনীলকে) আশুমিত্তিরের রেফ্রিজারেটর কিনেছিস্ ওটা repairable তো ?

সুনীল

নিশ্চয়ই।

বুলু

(অজাকে) ভাই একেবারে আত্মভোলা মানুষ। একটা শিশুর যেমন তদারক দরকার তেমনই ওঁর।

অজা

পণ্ডিত মানুষের ধারাই ওই। উপরন্তু তোমার কারণহীন উদ্বেগ অথবা ঝালহীন তিরস্কার ইন্ধন যুগিয়েছে।

বুলু

(সলজ্জ হাসিয়া) কি জানি !

অঞ্জা

আগামী সোমবার আমাদের ওখানে যাওয়ার কথা, প্রমথ বাবুর মনে থাকবে না নিশ্চয়ই, তুমি কিন্তু ভুলো না।

বুলু

না, ভুলবো না। আপনাদের বাড়ীটা এত খোলা মেলা, বড় ভাল লাগে। এই হার কি নতুন গড়ালেন ?

নরেশ

(রিণাকে) এই দেখ।

(শূন্য থালায় আঙ্গুল দিয়া লিখিল) হ্যাঁ।

রিণা

(লিখিল) না।

নরেশ

(লিখিল) পায়ে পড়ি।

রিণা

(লিখিল) এখনই।

নরেশ

(সকলের দিকে ত্রস্ত দৃষ্টি বুলাইয়া লিখিল) পা কই ?

রিণা

(পা তুলিয়া জুতার খটাখট্ শব্দ করিল সকলেই চাহিল)

প্রমথেশ

কি হলো ?

নরেশ

(প্রতিধ্বনি করিল) কি হলো ?

প্রমথেশ

এতক্ষণ বসে থাক্‌তে অসুবিধে হ'চ্ছে, না ?

রিণা

না। (হাসি চাপিল)

নরেশ

(অজ্জার সহিত দৃষ্টি মিলিতেই উর্দ্ধে চাহিল)

অজ্জা

(অর্থপূর্ণ হাসিয়া) ঠাকুরপো আকাশের রং কি ?

নরেশ

(দৃষ্টি নামাইয়া) কি হ'লো রিণা, বল না ? পিঁপড়ে টিপড়ে কামড়ে দিল নাকি ?

প্রমথেশ

(সুনীলকে) রেফরিজারেটারের net profit কত থাকবে মনে হয় ?

সুনীল

কম পক্ষে চারশ'। খুব সস্তায় পাওয়া গেল কিনা !

প্রমথেশ

বেশ বেশ। উপার্জ্জন তো বেশ হচ্ছে। আরো কয়েক হাজার Life Insure ক'রে ফেল নইলে টাকা রাখতে পারবিনে।

সুনীল

দেখি।

অজ্জা

(বুলুকে) নতুন আর কি ! মাস দুই হলো। তিলোত্তমার কঙ্কন জোড়া দেখেছ ?

বুলু

না তো !

অঞ্জা

অত সুন্দর কঙ্কন আমার চোখে পড়ে নি। অরুণাও বানিয়েছে ওটা দেখে কিন্তু ঠিক অমনটী হয়নি।

নরেশ

(লিখিল) হ্যাঁ।

রিণা

(লিখিল) না।

নরেশ

(লিখিল) কি করি ?

রিণা

(চতুঃসীমা টানিয়া মধ্যস্থলে লিখিল) Lake.

নরেশ

(রিণার পানে চাহিল)

রিণা

(বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইল)

নরেশ

(সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া বাম হাতে রিণার শাড়ী আকর্ষণ করিয়া নিম্নস্বরে) সুখী হও ?

রিণা

(চাহিল কিন্তু নরেশের প্রেমোজ্জ্বল দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলিতেই আঁখি নত করিল ও দাঁতে ঠোঁট চাপিল)

সুনীল

(সজোরে) বাস্। পরম তৃপ্তি সহকারে খেলুম হে, প্রমথেশ অশেষ ধ—

প্রমথেশ

ওগুলো থাক্। ওঠা যাক তা হলে।

সুনীল

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

(সকলে উঠিয়া পড়িল ও একে একে দরজা পার হইল)

নরেশ

(রিণা দ্বারের দিকে যাইতে পথ রোধ করিয়া) জলে ডুবে আগুনে পুড়েই কেবল আত্মহত্যা হয় না, বেঁচে থেকেও হয়।

রিণা নিরুত্তর।

নরেশ

স্বীকার কর।

রিণা

(শ্রান্তকণ্ঠে) করছি। কিন্তু এ শুনে তোমার লাভ?

নরেশ

লাভ? কিন্তু জিজ্ঞাস করি কেন এমন করছো?

রিণা

পথ ছাড়।

নরেশ

আগে বল, কেন, কেন তুমি—

রিণা

(বাধা দিয়া মৃদুকণ্ঠে) 'All the whys of the world cannot be answered.' (পার্শ্ব কাটাইয়া চকিতে প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

সময় রাত্রি।

প্রমথেশের বাটী। সম্মুখের কক্ষ, আচমনান্তে প্রমথেশ সুনীল, নরেশ ও রিণার প্রবেশ। দ্বারের নিকট বিন্দির ক্রোড় হইতে পুত্রকে লইয়া অঞ্জার প্রবেশ। প্রমথেশ বসিল।

প্রমথেশ

এসো সুনীল, আসুন বৌদি।

সুনীল

(বসিয়া প্রচণ্ডরবে উদ্গার)

অঞ্জা

এ আবার কি ? (বসিল)

সুনীল

প্রমথেশকে ধন্যবাদ দিলুম।

প্রমথেশ

(হাসিয়া) নরেশ কোথায়—

নরেশ

(পশ্চাৎ হইতে) এই যে।

প্রমথেশ

রিণা এসো, পেট ভরেছে তো ?

রিণা

Over-loaded. নূতন বৌদি কোথায় ?

প্রমথেশ

রান্নাঘরে হবে আর কি ! কিন্তু ঐদিকে গিয়ে আর কাজ নেই। আমার মন্দির দেখবে চল।

সুনাল

তুমি আবার মন্ত্র নিয়েছ নাকি ? কোন ঠাকুর ?

অজা

বলেন কি ! জানতুম না তো ?

প্রমথেশ

ওটা জানাবার জন্যই আপনাদের আজ কষ্ট দেওয়া। নরেশ চল।

সকলে উঠিয়া প্রমথেশকে অনুসরণ করিয়া অপর একটা ঘরে প্রবেশ করিল। প্রমথেশ আলো জ্বালাইল। ঢুকিতেই সম্মুখের দেওয়ালে মেঝে হইতে হাত খানেক উপরে একটি বড় ফটো টাঙ্গানো। তাহা সুদৃশ্য বস্ত্রখণ্ড দিয়া ঢাকা; সম্মুখে মাটীতে দুইটী ফুলদানীতে তোড়া এবং থালায় একটি মালা।

প্রমথেশ

আজ এর আবরণ উন্মোচন করবো। আর আজ আমি আমার পুনর্জন্মের ইতিহাস ব্যক্ত করবো। তাই তোমাদের আমন্ত্রণ। (থামিয়া) তোমরা সকলেই আমার কলুষিত জীবনের

ইতিহাস জান। ওটা এতই জঘন্য যে তার স্মরণেও আমার দেহ শিউরে উঠছে।

কিন্তু ঐ অন্ধকারের অবসান হলো—পশ্চিমে সূর্য্যোদয়ের অবস্থা। আরম্ভ হ'লো জীবনের নূতন অধ্যায়। আরম্ভ হলো দশের মাঝে আত্মপ্রতিষ্ঠার সাধনা। যিনি পুনর্জন্ম দিলেন তিনি আমার জীবনে কি তা' তোমরা কেউ অনুভবও করতে পারবে না। তিনি যে কে তা' তোমরা জান না, তাঁকে আজ আমি তোমাদের সমক্ষে প্রকাশ করবো। সুনীল এই দেখো, এই আমার ঠাকুর, আমার আমি। (আবরণ উন্মোচন করিলে রিণার মূর্ত্তি প্রকাশ)

অজা

(আনন্দ-গদগদ কণ্ঠে) আমি জানতুম, আমি জানতুম। (ক্রোড়স্থিত ঘুমন্ত পুত্রকে চুম্বন)

প্রমথেশ

নরেশ, তোমার ঋণ শোধ করবার নয় ভাই।

সুনীল

(গাঢ়কণ্ঠে) প্রমথ, আমার বর্ত্তমান জীবনও রিণার কাছে ঋণী এ আমি প্রকাশ না করে থাকি কি করে? যেদিন আমার পঙ্কিল জীবনটাকে সে জানোয়ারের পর্য্যায়ভুক্ত করলো জানোয়া-রেরই মত হাতের টর্চ্চ দিয়ে তাকে মরণ-আঘাত করে বসলুম। রক্তের স্রোত বইলো—তা'তে হলো আমার গঙ্গাস্নান।

রিণা

(অসহ্য উল্লাস ও বেদনায়) My creations ?

হি হি হি হি (টানিয়া হাসিতে লাগিল)

প্রমথেশ মালা পরাইতেছে, সুনীল অপলকে চাহিয়া প্রমথেশের কার্য্য দেখিতেছে। রিণা হাসিতেছে।

অজা

রিণা অত হাসছিস কেন ?

নরেশ

কি দেখছেন দাদা ? পড়ে যাবে ধরে ফেলুন ! (অজা রিণাকে এক হাতে ধরিল। সুনীল ত্রস্তে ধরিতে গেল কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই রিণা পড়িয়া গেল)

সুনীল

(চীৎকার করিয়া) প্রমথ, রাণী কি হলো দেখ। নরেশ ডাক্তার ডাকো।

অজা রিণার উপরে ঝুঁকিয়া পড়িল। প্রমথেশ স্তম্ভিত।

নরেশ

(রিণার নাড়ী দেখিল, রিণাকে নাড়িয়া চাড়িয়া)

She has laughed to death.

অজা

কি সর্ব্বনাশ ! (দুই চোখে জল পড়িতে লাগিল)

নরেশ

(রিণার আংটিটা খুলিয়া লইল) একে তুমি অমূল্য করেছো। (তারপর মাথাটা তুলিয়া ধরিয়া) My angel. (ললাটে চুম্বন করিল ও ধীরে ধীরে শোয়াইয়া বাহির হইয়া গেল।)

স্থনীল

(নরেশ বাহিরে যাইতে সম্বিৎ পাইয়া) প্রমথ, রাণী।

প্রমথেশ

(নিজের মনে) Birth is a mystery, death is a mystery between which lies the tabbleland of life

স্থনাল

(চীৎকার করিয়া) নরেশ কোথায় যাও ? ডাক্তার ডাকো না ? তোমার ত ভুল হতে পারে ? নরেশ, নরেশ।

প্রমথেশ

হুঁ, তারপর ?

স্থনীল

রাণা, কাঁদো কেন ? প্রমথ মেরে ফেললি ?

প্রমথেশ

উঁ—। হা হা হা হা।

বুলু

দৌড়াইয়া আসিয়া প্রমথেশের হাত ধরিল।

প্রমথেশ

কে ? কে তুমি ?

বুলু

আমি, আমি।

প্রমথেশ

ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

বুলু

(প্রমথেশকে দুইহাতে ধরিয়া ঝাঁকুনি দিয়া) আমাকে চিনতে পারছো না ?

প্রমথেশ চাহিয়া রহিল।

বুলু

শোন না। আমাকে চিনতে পারছো না ?

প্রমথেশ

হুঁ উ। তুমি তো বুলু। আমি সেই কখন চা চেয়েছি! কই দিলে না তো ?

বুলু

চা চেয়েছো ? কই

অজা

বুলু চুপ কর। ওঁকে গিয়ে শুইয়ে দাও। যাও না ি তুমি একটু ওর সঙ্গে ধরো না (সুনীলকে ঠেলিয়া দিল)

সুনীল

(যেন জগতে ফিরিয়া আসিল হ্যাঁ, ওকে নিয়েই যাবো (রিণার মৃতদেহ কাঁধে ফেলিল ;

চল রাণী চল, এই মহাপাপের খণ্ডন আছে কিনা কে জানে।

অজা

(প্রস্থান

বুলু, তোমার চাকরটাকে ডেকে এনে ওঁকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দাও। (প্রমথেশকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল) চলি ভাই। (সুনীলের পশ্চাদনুসরণ)

(বাহিরে আসিয়া উর্দ্ধে নয়ন তুলিয়া) ভগবান ক্ষমা করো

(শিশু পুত্রকে দুই হাতে বক্ষে চাপিয়া অগ্রসর হইল। বাদ তখন ক্রন্দনে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

সমাপ্ত

—:—